পবিত্র আল-আকসায় রমজানের প্রথম জুমায় ৮০ হাজার মুসল্লি

সারে-জমিন

দুর্ঘটনা এড়াতে বাঁশের রেল গেট বাসিন্দাদের

রূপসী বাংলা

নগদ অর্থসহায়তা যেভাবে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের অফিস ভাঙচুর, আঙুল বিজেপির দিকে

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৬ মার্চ, ২০২৪
২ চৈত্র ১৪৩০
৫ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

৬০ সেকেন্ড পার হলেই জরিমানা, বিশ্বকাপেই স্থায়ী হচ্ছে নতুন আইন

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 74 ■ Daily APONZONE ■ 16 March 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম হার ৩৮.৫ শতাংশ

অভিষেকের জেতার পথ সহজ করে তুলতে পারে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক

জাইদুল হক

আপনজন: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মধ্যে যেসব নজরকাড়া কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের বর্তামন সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবতই বিরোধী দলগুলির নিশানা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে দু দুবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ২০০৯ সালে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তুখোড় রাজনীতিবিদ সোমেন মিত্র জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ৫৩.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। আর তার নিকটতম সিপিএম প্রার্থী শমিক লাহিড়ি পেয়েছিলেন ৩৯.২ শতাংশ ভোট। সেসময়

২০২৪

ডায়মন্ডহারবার

বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস মাত্র ৩.৬ শতাংশ ভোট পাওয়ায় জামানত জব্দ হয়েছিল। তার পর থেকে অর্থাৎ ২০১৪ সাল থেকে এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক হয়ে উঠেছে।

তবে, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা আসনে ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রতিদ্বিন্দ্বিতা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমেন মিত্রের তুলানায় কম ভোট পেয়েছিলেন। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছিলেন মাত্র ৪০.৭ শতাংশ ভোট। সে সময় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মগরাহাট পশ্চিমের প্রাক্তন বিধায়ক ডা. আবুল হাসনাত পেয়েছিলেন ৩৪.৯ শতাংশ ভোট। সেসময় মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশ সিপিএম প্রার্থী পেয়েছিলেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। আর কংগ্রেস প্রার্থী কামারুজ্জামান কামার পেয়েছিলেন মাত্র ৫ শতাংশ ভোট। তবে, বিজেপি ২০০৯ সালের তুলনায় ভোট বাড়িয়ে করে ১৬.১ শতাংশ। এর পর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ জোর দেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি। একই সঙ্গে মুসলিম ভোটারদের বৃহৎ অংশ তৃণমূল তথা অভিষেকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার প্রতিফলন দেখা যায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে।

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে আওতায় রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। সেগুলি হল, ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর (তপ.), মহেশতলা, বজবজ ও মেটিয়াবুরুজ। এর মধ্যে বিষ্ণুপুর ছাড়া সব কটি সাধারণ আসন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম ভোটার মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে। মেটিয়াবুরুজে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ও ভোটার লিস্ট বিশ্লেষণ অনুযায়ী মুসলিমদের হার ৬৯.২ শতাংশ।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবার আসনের সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটপ্রাপ্তির হার

বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল %	বিজেপি %	সিপিএম %
ডায়মন্ডহারবার	৫৩.৪১	৩৬.১	৮.৩
ফলতা	৫৯	৩৬.৫	২.৭৮
সাতগাছিয়া	৫১.২	৩৯.৮৩	৬.৮৬
বিষ্ণুপুর (তপ.)	৫৫.০১	৩৪.৪	৭.৮
মহেশতলা	৫০.১	৩৫.৪	১০.৯
বজবজ	৬০.৮	৩২	৪.৭২
মেটিয়াবুরুজ	৭১	১৯.৪	৫.৪

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা আসনের সাত বিধানসভায় জয়ী বিধায়ক (২০২১ সালের)

বিধানসভা কেন্দ্র	নাম	দল	ভোটপ্রাপ্তি %
ডায়মন্ডহারবার	পান্নালাল হালদার	তৃণমূল	৪৩.৭
ফলতা	শঙ্কর কুমার নস্কর	তৃণমূল	৫৬.৩৬
সাতগাছিয়া	মোহনচন্দ্র নস্কর	তৃণমূল	৫০.৩৭
বিষ্ণুপুর (তপ.)	দিলীপ মণ্ডল	তৃণমূল	৫৭.৪৭
মহেশতলা	দুলাল চন্দ্র দাস	তৃণমূল	৫৬.৩৮
বজবজ	অশোককুমার দেব	তৃণমূল	৫৬.৪২
মেটিয়াবুরুজ	আব্দুল খালেক মোল্লা	তৃণমূল	৭৬.৮৫

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের হার

ভোটার: ১৭১৮৪৫৪ মোট বুথের সংখ্যা: ১৯১২ মুসলিম: ৩৮.৫%

বিধানসভা কেন্দ্র	মুসলিম %
ডায়মন্ডহারবার	৩৯.৫
ফলতা	৩০.৩৭
সাতগাছিয়া	৩৩.৬
বিষ্ণুপুর (তপ.)	৩০.৭
মহেশতলা	৩১.১
বজবজ	৩৭.৩
মেটিয়াবুরুজ	৬৯.২

সূত্র: জনগণনা ২০১১ ও ২০১৯-এর ভোটার তালিকা

এর পরেই ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি মুসলিম। ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিমের হার ৩৯.৫ শতাংশ। তারপর বজবজ কেন্দ্রে ৩৭.৩ শতাংশ, সাতগাছিয়ায় ৩৩.৬ শতাংশ, মহেশতলায় ৩১.১ শতাংশ, বিষ্ণুপুর (তপ) কেন্দ্রে ৩০.৭ শতাংশ ও ফলতা কেন্দ্রে ৩০.৩৭ শতাংশ মুসলিম। আর সামগ্রিকভাবে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিমদের হার ৩৮.৫ শতাংশ। ফলে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোট অনেকটাই ফ্যাক্টর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার ভোট অনেকটাই বাড়িয়ে নেন। ২০১৪ সালের ৪০.৭ শতাংশ ভোটকে বাড়িয়ে করে ফেলেন ৫৬.৮ শতাংশ ভোট। কিন্তু সিপিএমের ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামে। সিপিএমের জায়গাটা নিয়ে নেয় বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায় পান প্রায় ৩৩.৮ শতাংশ ভোট। আর সিপিএম প্রার্থী ফুয়াদ হালিম পান মাত্র ৬.৭ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিধানসভা ক্ষেত্রের নিরিখে দেখা যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট ব্যাঙ্ক হয়ে উঠেছেন মুসলিমরা। তাই সিপিএম মুসলিম প্রার্থী পুয়াদ হালিমকে দাঁড় করালেও তার কোনও ছাপ পড়েনি মুসলিম সমাজের মধ্যে। মুসলিম ভোট ঝুঁকে পড়ে সেই তৃণমূলেরই দিকে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়ে। সেক্ষেত্রে বিধানসভা নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাত বিধানসভা কেন্দ্রে সম্মিলিতভাবে অভিষেক যে ভোট পান তা ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের তুলনায় প্রায় এক। সেক্ষেত্রেও অন্যান্য দলের মুসলিম প্রার্থীরা আদতে কোনও দাঁত ফোটাতে পারেনি তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে। কিন্তু এবারের লোকসভা বোটের আগে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ভাঙড়ে এককভাবে লড়াই করে জেতা আইএসএফ বিধায়ক ফুরফুরার পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী অভিষেকের বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ায়। এর ফলে গুঞ্জন শোনা যায়, আইএসএফের সঙ্গে জোট হলে সিপিএম ডায়মন্ডহারবার লোকসভা আসনটি আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীকে ছেড়ে দিতে পারে। নওশাদ অবশ্য কিছুদিন থেকেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। এমনকী তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। নওশাদ দৃঢ়ভাবে আশা ব্যক্ত করেন, তিনি অভিষেককে হারাবেন। বিভিন্ন জনসভায় নওশাদ বলতে থাকেন, তিনি আইএসএফ নেতৃত্ব অনুমোদন দিলে ডায়মন্ডহারবারে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আর তিনি প্রার্থী হলে অভিষেককে প্রাক্তন সাংসদ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। নওশাদের এই ঘোষণার পর তৃণমূল শিবিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে নিজের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতে। এমনকী তিনি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়ে দেন রাজ্যের অন্যান্য কেন্দ্রে তিনি প্রচারে তেমন হয়তো সময় দিতে পারবেন না। কারণ, তিনি তার নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারের ঘাঁটি গেঁড়ে বসে থাকতে চান। নওশাদের ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়টি সামনে আসায় অবশ্য অভিষেক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতৃত্ব সরব হন নওশাদের বিরুদ্ধে। তারা আওয়াজ তুলতে থাকেন, নওশাদ ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়ালে মুসলিম ভোটে থাবা বসালে বিজেপিকে সহায়তা করা হবে। তাই নওশাদকে ভোট কাটুয়া বলেও কটাক্ষ করা হয়।

অপরদিকে, সিসিপএমের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়, লোকসভা ভোটে বিধানসভা ভোটের মতো জোট হলে আইএসএফকে ডায়মন্ডহারবার আসনটি ছেড়ে দেওয়া হতে পারে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর জন্য। এহেন পরিস্থিতিতে আইএসএফ আটটি লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই করার ঘোষণা দিয়েছে। তাতে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রটি স্থান পায়নি। যদিও আইএসএফ সূত্র জানিয়েছে, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে নওশাদকে দাঁড় করানোর অনুমোদন দেওয়া হবে না। অবশ্য, একই দিনে সিপিএম রাজ্যের যে ১৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তার মধ্যে স্থান পায়নি ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রটি। সিপিএমে সূত্রের খবর, নওশাদ ওই আসনে লড়তে চাইলে সিপিএম আসনটি ছেড়ে দিতে চায় অভিষেককে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে। আইএসএফের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্র জানাচ্ছে, ডায়মন্ডহারবারের মতো কেন্দ্রে হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে নওশাদ দাঁড়িয়ে জিততে না পারলেও ভাল ভোট না পেলে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে। তার প্রভাব পড়তে পারে ভাঙড়ে। সেক্ষেত্রে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সবেধন নীলমণি ভাঙড় কেন্দ্রটিতে জেতা অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। তবে, ঠিক কী কারণে নওশাদ সিদ্দিকীকে আইএসএফ ডায়মন্ডহারবারে দাঁড় করাতে চাইছে না তা নিয়ে দলীয় সূত্রে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অবশ্য, এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে আইএসএফ ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে। 'আপনজন' অবশ্য নওশাদের ডায়মন্ডহারবার আসন থেকে সরে আসার পিছনে কিছু কারণ অনুসন্ধান করেছে।

প্রথমত, নওশাদ সিদ্দিকীর ডায়মন্ডহারবার আসনে দাঁড়ানোর পিছনে কারণ হতে পারে মুসলিম ভোট। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম হল মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে। ৬৯.২ শতাংশ মুসলিম ভোট সম্বলিত মেটিয়াবুরুজ থেকে এর সিংহভাগ ভোট পেলে নওশাদ ভাল লড়াইে দিতে পারতেন। তবে শুধু মেটিয়াবুরুজ এলাকা নয় অন্য কেন্দ্রেও মুসলিমদের মধ্যে ভাল প্রভাব রয়েছে ফুরফুরার। সেকথা ভেবেই হয়তো আইএসএফ ভেবে ছিল তৃণমূলের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসানো সহজ হবে। কিন্তু নওশাদ সিদ্দিকীকে সেই পরীক্ষার মুখে ফেলতে রাজি নয় আইএসএফ। তাই ভাঙড়ের মুসলিমদের মতো তিনি এই এলাকার মুসলিমদের সমর্থন পাবেন কিনা তা নিয়ে হয়তো সন্দিহান আইএসএফ।

২০২১ বিধানসভা ভোটের নিরিখে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা আসনে ভোটপ্রাপ্তির হার

তৃণমূল: ৫৬.৪% বিজেপি: ৩২.৯% কংগ্রেস: ১.২% সিপিএম: ৬.৪%

বিধানসভা ভিত্তিক	তৃণমূল %	বিজেপি %	সিপিএম %
ডায়মন্ডহারবার	৪৩.৭	৩৬.১৬	১৭.১৮
ফলতা	৫৬.৩৬	৩৬.৭৫	৩.৫৯*
সাতগাছিয়া	৫০.৩৭	৪০.৪৭	৬.৮৯
বিষ্ণুপুর (তপ.)	৫৭.৪৭	৩২.৭	৭.৫৮
মহেশতলা	৫৬.৩৮	৩০.০৪	১১.৫
বজবজ	৫৬.৪২	৩৫.৮	৪.৯৯
মেটিয়াবুরুজ	৭৬.৮৫	১৬.০১	৩.৭৫*

*সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন * কংগ্রেস **আইএসএফ*

২০২১-এর বিধানসভা ভোটে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা এলাকার বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ভোট বিশ্লেষণ করে দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে যে কটি আসনে আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল মেটিয়াবুরুজ। আইএসএফ আশা করেছিল ৬৯.২ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটের জোরেই জেতা সম্ভব হবে। কিন্তু মেটিয়াবুরুজের মুসলিমদের মধ্যে নামমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি আইএসএফ। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে আইএসএফ মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল ওই এলাকার ভূমিপুত্র মেটিয়াবুরুজের পাঁচপাড়া রোডের বাসিন্দা নুরুজ্জামান মোল্লাকে। কিন্তু তার জামানত জব্দ হয়। নুরুজ্জামান ভোট পান মাত্র ৩.৭৫ শতাংশ। যদিও নুরুজ্জামান ও নওশাদকে একই পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু যেখানে সবচেয়ে বেশি মুসলিম সেখানে আইএসএফ কল্কে না পাওয়ায় বৃহত্তর ক্ষেত্র লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোট ব্যাপক হারে মিলবে কিনা এই অনিশ্চয়তাই হয়তো আইএসএফ নেতৃত্বকে হতাশ করে তুলেছে। তাই তারা নওশাদকে ডায়মন্ডহারবারে প্রার্থী করার ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নিতে হয়তো চাইছেন না।

আরও কয়েকটি বিষয়ও আইএসএফ নেতৃত্বকে হয়ত ভাবিয়ে তুলছে। তা হল, অভিষেককে হারানো খুব শক্ত বলে তাদের মনে হচ্ছে। তাই যথেষ্ট ভোট না পেলে নওশাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আর যদি যথেষ্ট ভোটও মেলে সেক্ষেত্রে তার ফায়দা নিতে পারে বিজেপি। গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রাপ্তি ৫৬.৪%, আর বিজেপির ভোট প্রাপ্তি ৩২.৯%। ফারাক মাত্র ২৩.৫%। তাই নওশাদ ও অন্য ছোট দল মিলে তৃণমূলের ভোটে ২৪ শতাংশ থাবা বসালেই বিজেপি কেল্লা ফতে করতে পারে। তখন, তার দায় নওশাদের ঘাটে পড়তে পারে। সেই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না আইএসএফ নেতৃত্ব। তবে, নওশাদ না দাঁড়ালে অভিষেকের জয়ের পথে আর কোনও কাঁটা যে থাকবে না তা বলা যেতেই পারে।

রমজানের প্রথম জুম্মা...

দিল্লির জামা মসজিদে রমজান মাসের প্রথম শুক্রবারের নামাজে মুসল্লিদের ঢল।

ইলেক্টরাল বন্ডে সবচেয়ে বড় চাঁদাবাজ চক্র মোদির: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি শুক্রবার অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম তোলাবাজি চক্র এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মস্তিষ্কপ্রসূত"।

'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র শেষ পর্যায়ে থাকা রাহুল গান্ধি আরও দাবি করেছেন যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিল শিবসেনা ও এনসিপির মতো দলগুলিকে বিভক্ত করতে এবং সরকারকে ফেলে দিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, রাজনৈতিক অর্থ ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করার জন্য তিনি নির্বাচনী বন্ড (স্কিম) তৈরি করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে ভারতের বৃহত্তম কর্পোরেটদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের এটাই উপায় ছিল। কর্পোরেটদের ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে টাকা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় চাঁদাবাজ চক্র। আশা করছি তদন্ত হবে। কিছু কোম্পানি কংগ্রেসকে নির্বাচনী বন্ড দান করছে এবং কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্যগুলিতে ঠিকাদারি পাচ্ছে কিনা

এমন প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেন, বিরোধী দলগুলি দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলির কেউই জাতীয় স্তরে হাইওয়ে এবং প্রতিরক্ষা চুক্তির মতো চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে না, বা তারা আয়কর ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে না বা জনগণের ফোনে 'পেগাসাস' (নজরদারি সফ্টওয়্যার) রাখে না।

রাহুল গান্ধি বলেন, কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্যগুলিতে দেওয়া চুক্তি এবং আমাদের দেওয়া তহবিলের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। এটি কর্পোরেট ইন্ডিয়ার কাছ থেকে একটি অপরাধমূলক চাঁদাবাজি, এবং প্রতিটি একক কর্পোরেট এটি জানে। বরাত পাওয়ার কয়েক মাস পর ইলেক্টোরাল বন্ড বিজেপিকে দান করেছে সংস্থাগুলি। সিবিআই, ইডি মামলা করে, তারপর কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিজেপিকে টাকা দেয়। কর্পোরেট সংস্থাগুলি বেনামে অর্থ দান করতে পারবে বলেও জানান রাহুল।

কংগ্রেস নেতার দাবি, কিছু কোম্পানি আগে বিজেপিকে টাকা দেয়নি, কিন্তু সিবিআইয়ের পর ইডি তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর তারা টাকা দিয়েছে।

লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা আজ

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে আজ শনিবার। শনিবার বেলা তিনটার সময় নির্বাচন কমিশন (ইসি) লোকসভার পাশাপাশি চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের তফসিলও প্রকাশ করবে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা করা হয়।

লোকসভার ভোটের সঙ্গেই অন্ধ্র প্রদেশ, ওডিশা, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিম রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা। এই রাজ্যগুলোর নাম অবশ্য ইসির ঘোষণায় বলা হয়নি। তারা শুধু জানিয়েছে, লোকসভার সঙ্গে 'কয়েকটি' বিধানসভারও ভোট হবে।নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যাবে আদর্শ আচরণবিধি। এর ফলে কোনো সরকার নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। কোনো নতুন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না। এমন কিছু করতে পারবে না, যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। এই সময় দেশের সবকিছুই হয়ে পড়ে নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এবার কত দফার নির্বাচন হয়, সেই জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে হয়েছিল ৯ দফা ভোট। ২০১৯-এ ৭ দফার। নির্বাচনের প্রাক্কালে এবার অন্যতম নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল পদত্যাগ করেন। গত ফেব্রুয়ারিতে অবসর নিয়েছিলেন দ্বিতীয় কমিশনার অনুপ চন্দ্র পান্ডে। ফলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার একা হয়ে গিয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার নির্বাচিত কমিটির বৈঠক ডেকে নতুন দুই ইসিকে নিযুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিরোধী নেতা অধীর চৌধুরীর বৈঠকে মনোনীত হন দুই সাবেক আমলা সুখবীর সিং সান্ধু ও জ্ঞানেশ কুমার। অধীর চৌধুরী যদিও বৈঠকে তাঁর অসন্তোষ নথিভুক্ত করেন। এবারই প্রথম নতুন আইনে ইসির সদস্যরা মনোনীত হলেন। এত দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেতা ও দেশের প্রধান বিচারপতি এই নিযুক্তির দায়িত্বে ছিলেন। নতুন আইনে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে জায়গায় আনা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শীর্ষ কোনো সদস্যকে। এর বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। মামলা শুনতে বিচারপতিরা রাজি হয়েছেন। আগামী বৃহস্পতিবার সেই শুনানি।

গঙ্গার নীচে দিয়ে চালু হল মেট্রো পরিষেবা

আপনজন ডেস্ক: কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য চালু হয়ে গেল গঙ্গার নিচের মেট্রো রেল। শুক্রবার সকাল সাতটায় কলকাতার ধর্মতলা মেট্রো রেল স্টেশন থেকে এ ট্রেন পরিষেবা চালু হয়। সকাল থেকে গঙ্গা নদীর তলদেশ দিয়ে মেট্রোয় চড়ার জন্য ধর্মতলা এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড় হয়। মানুষ লাইন দিয়ে টিকিট কেটে মেট্রোয় ওঠে। শুক্রবার থেকেই এই মেট্রো ১৫ মিনিট অন্তর চলবে। ভারতে এই প্রথম নদীর তলদেশ নিয়ে মেট্রো চলল।

১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর কলকাতাতেই প্রথম চালু হয়েছিল মেট্রো রেল। তা প্রসারিত করে ট্রেন চলতে শুরু করে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। পরে এই পথ টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া এবং দমদম থেকে বাড়িয়ে করা হয় নওয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। এবার এই পথ বাড়ানো হয়েছে একেবারে হাওড়া পর্যন্ত। ধর্মতলা থেকে হাওড়া যেতে হবে হুগলি বা গঙ্গা নদীর তলদেশ দিয়ে। তলদেশের মূল দূরত্ব ৫২০ মিটার। গঙ্গা নদীর ৩৪ মিটার তল থেকে চলে গেছে এই রেলপথ। এই রেলপথ চালুর সঙ্গে সঙ্গে এই মেট্রো রেলপথের স্টেশন সংখ্যা ১৭ থেকে বেড়ে ২৬ হল।

ধর্মতলা থেকে হাওড়া যেতে মেট্রো ট্রেনের ভাড়া ৫টাকা, হাওড়া ময়দানে যেতে লাগবে ১০ টাকা।

প্রথম নজর

সুজাপুর বিধায়কের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী তৃণমূল প্রার্থী রাইহান

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরের মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে জিতিয়েছিল তৃণমূল প্রার্থী আবদুল গণীকে। কিন্তু বিধায়ক হয়ে যাবার পর সেই রকম ভাবে এলাকায় দেখা যায়নি আব্দুল গনি সাহেব কে। তার ভূমিকা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে। দলের তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধেই এবারে সরাসরি প্রশ্ন তুলে সোচ্চার হলেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। আজ মালদা প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার থাকলে আমিও হতাশ হতাম। বিধায়কের পরিষেবা পাচ্ছেন না ওখানকার মানুষ। আমি ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে এলাকায় যাব। তবে এলাকায় মা মাটি মানুষের নেতৃত্বে সমস্ত উন্নয়ন পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে ফোনে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল গনি জানান তিনি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান। প্রায় সাড়ে ৩০০ কিলোমিটারের দূরত্ব। তাই প্রতিদিন তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

হোটেল কর্মী নিখোঁজ ১১ দিন থেকে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রোজার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ১১ দিন থেকে নিখোঁজ হোটেল কর্মচারী। দুশ্চিন্তায় পরিবার। স্বামীর সন্ধান চেয়ে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি স্ত্রীর। পুলিশ সূত্র বলেছে, নিখোঁজ ওই কর্মচারীর নাম শেখ মাজম(৩৬)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা সরকার পাড়া। নিখোঁজ মাজমের স্ত্রী রহিমা খাতুন জানান, গত ৪ মার্চ সন্ধ্যায় ট্রেন ধরে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিল তার স্বামী। এর আগের দিন রাতে ফোনে কথাও হয়েছে। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মোবাইল বন্ধ রয়েছে।

নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে সিএএ বিরোধী মিছিল ঠাকুরনগরে

এম মেহেদী সানি ● গাইঘাটা

আপনজন: সোমবার দেশজুড়ে লাগু হয়েছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ/ক্যা), যা দেশ থেকে রাজ্যের রাজনীতিতে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আইনকে ভাঁওতা বলে মন্তব্য করেছেন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি মুখ্যমন্ত্রী ভুল বোঝাচ্ছেন। এরই মাঝে শুক্রবার মতুয়াগড় গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু হয় সিএএ বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল । মিছিলে নেতৃত্ব দেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংজ্ঞাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর । এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি থেকে, মিছিলে অংশগ্রহণকারী মাতুয়ারা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি জানান, পাশাপাশি 'বিজেপির ভাঁওতাবাজি - মানছি না, মানবো না' বলেও শ্লোগান দিতে দেখা যায়।

এ দিন মমতা বালা ঠাকুর বলেন, 'আমার স্বামী শ্বশুরমশাই এর দীর্ঘদিনের আন্দোলন ছিল যাতে মতুয়ারা নিঃশর্ত ভাবে নাগরিকত্ব পায় । কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সিএএ নোটিফিকেশনে উল্লেখ করেছে কাগজপত্র দেখাতে হবে ।' মমতা সিএএ আইনের সমস্যার কথা তুলে ধরে কার্যত হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ঠাকুরনগর থেকে এই আন্দোলন শুরু হলো। আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই আন্দোলন করবে তৃণমূল ।'

মুর্শিদাবাদে দুই কেন্দ্রে প্রার্থী আর্য মহাসভার

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: সামনে লোকসভা নির্বাচনে ভোটের লড়াইয়ে ময়দানে নামতে পার্থী দিলো অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা। ভোটের লড়াইয়ের নতুন পালক যোগ হল মুর্শিদাবাদ সহ একাধিক রাজ্যে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভারপ্রার্থী ঘোষণা করা হল শুক্রবার।

মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়া হবে বলে জানালেন অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী।

শুক্রবার মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হল। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন মনিস আমির ওরফে সঞ্জু এবং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন প্রতীক ব্যানার্জি। সঙ্গে হাওড়া লোকসভার প্রার্থী রাজেশ প্রসাদের নাম ঘোষণা করা হয়। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে এমনটাই জানালেন অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার জেলা সম্পাদক মোহনলাল রশিদ। মুর্শিদাবাদ জেলার মহিলা সভানেত্রী পুষ্পশ্রী চৌধুরী চ্যাটার্জী এবং মুর্শিদাবাদ জেলা আর্য মহাসভার শিক্ষা সেলের চেয়ারম্যান পার্থ সারথি চ্যাটার্জী এবং পরমেশ্বর ঘোষ সোমনাথ পাল সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপির লড়াইয়ের সঙ্গে অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার প্রার্থীরা কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন সেটাই এখন দেখার ।

ইংরেজিতে পিএইচডি, কুরআনে হাফিজ মশিহুরের স্বপ্ন অধ্যাপনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: এ বছর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন আয়োজিত ২৫ তম সেট পরীক্ষার ফলাফলে বিশেষ স্থান অর্জন করেছেন তিকুরআনে হাফিজ ও ইংরেজিতে পিএইচডি ড. মশিহুর রহমান। তিনি বর্তমানে সন্দেশখালি থানার জেলিয়াখালী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উচ্চ মাধ্যমিক) বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তার আশা এবার তিনি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেবেন কোনও কলেজে। মশিহুর রহমান শুধু সেট পরীক্ষা নয়, ২০১৯ সালের জুন সেশনে ইজিসির নেট পরীক্ষায় ৯৮.৩ পারসেন্টাইল নাম্বার নিয়ে ১২০তম স্থান পেয়েছেন। ২০২০ সালে তিনি পিএইচডিও কমপ্লিট করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় ১৩ তম স্থান করে জেলিয়াখালি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে চাকরিতে যোগ দেন। প্রথমবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে তিনি কোয়ালিফাই করেন। চাকরিতে জয়েন করার পরেই ইউপিএসসি পরীক্ষার কোচিং নেয়া শুরু করেন। এক

বছরের প্রস্তুতিতে ইউপিএসসি প্রিলি পাস করেছিলেন। কিন্তু মেইনে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাই তিনি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। শৈশব থেকেই মেধাবী মশিহুর প্রথমে ইসলামি পাঠ নেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় আড়াই বছর সময়ের মধ্যে তিনি হাফেজি কমপ্লিট করেন। ভাঙড় ব্লকের শ্যামনগর হাফিজি মাদ্রাসা থেকে হাফিজি শেষ করেন এবং রাজারহাট থানার মাটিয়া গাছা মাদ্রাসা থেকে হাফিজ জামাল উদ্দিনের কাছ থেকেই তিনি হাফিজি শেষ করেন। এক বৈঠকে নির্ভুল ৩০ পারা কোরআন শুনিয়ে তিনি সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। বারুইপুরের আল আমীন মাইনোরিটি কলেজ থেকে আরবিতে ডিপ্লোমা অর্জন করছেন। একানেই থেমে থাকতে চানান মশিহুর। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তিনি বাংলায় এম এ তে ভর্তি হয়েছেন। এরপর আরবি ভাষাতেও তিনি মাস্টার ডিগ্রী করতে চান। তিনটি ভাষায় এমএ করা তার আগামী দিনের টার্গেট। ছাত্র হিসেবে ডঃ রহমান বরাবরই মেধাবী।

তবে, তরুণ সমাজকে শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি নিবেদিত প্রাণ। তাই করোনা কালে তিনি প্রচুর ছাত্র ছাত্রীকে ফ্রিতে কোচিং দিয়েছেন। আশেপাশে তিন-চারটে গ্রামের অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই এখন গাইডেন্স দিয়ে থাকেন। ড. রহমান অধ্যাপক হওয়ার প্রবেশিকা পরীক্ষা নেট-এর কোচিংও দিয়ে থাকেন। তিনি এমফিল বা পিএইচডির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টপিক সিলেকশনে সহযোগিতা করেন। সামনে গভমেন্ট কলেজের অধ্যাপক নিয়োগে ইন্টারভিউ। তাই তিনি আছে সকলের কাছে তিনি দোয়া প্রার্থী যাতে তিনি তাতে সফল হয়ে ওঠেন।

দুর্ঘটনা এড়াতে বাঁশের রেল গেট তৈরি করে গ্রামবাসীদের পাহারা

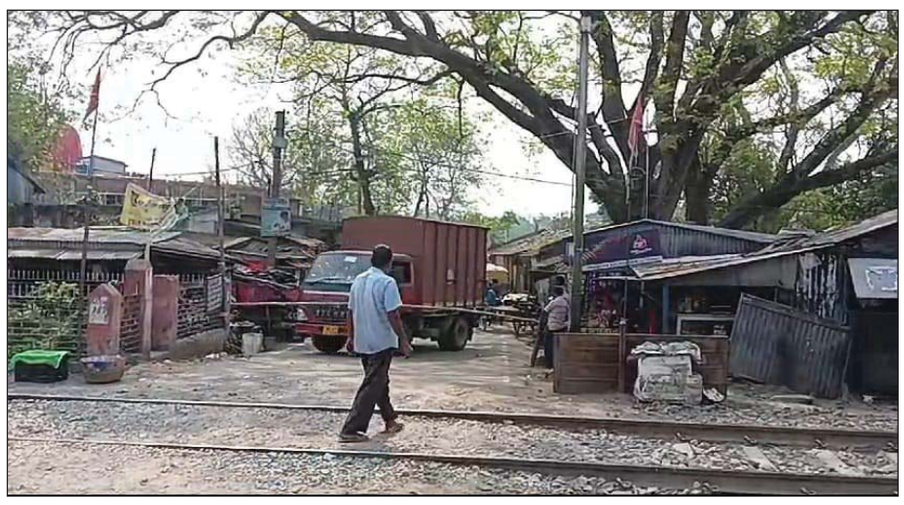

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে বাঁশের রেল গেট তৈরি করে নিজেরাই পাহারা দেয় স্থানীয়রা। ভোট এলে প্রতিশ্রুতি মিললেও দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নিজেদের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে বাসের রেল গেট তৈরি করে নিজেরাই পাহারা দেয়।

একাধিকবার বলেও তৈরি হয়নি রেল গেট। ফলস্বরূপ ঘটেছে অনেক দুর্ঘটনা। কৃষ্ণগঞ্জ থানার তারকনগর হল্ট স্টেশনের ঢিলচড়া দূরত্বে রয়েছে বাসের রেলগেট। এই রেল লাইন দিয়ে প্রায় দিনে কয়েক হাজার মানুষ পারাপার হয়। শুধু তাই নয়, একাধিক স্কুলের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা এই রেললাইন দিয়েই পারাপার হয়। সেখানে কোন রেলগেট না থাকার কারণে এর আগে ঘটেছে একাধিক দুর্ঘটনা। রেল দপ্তরকে একাধিক বার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। অবশেষে ৫০ বছর ধরে নিজেরাই একটি বাসের রেলগেট তৈরি করেছে। রেল আসার সময় হলে ওই বাস নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এই কাজের জন্য স্থানীয়রা কয়েকজনকে রেখেছে এবং তাদের নিজেরাই টাকা তুলে মাইনে দেন। ভোট এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আসেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যেভাবেই হোক তারা রেল দপ্তরকে জানিয়ে রেল দপ্তরের অধীনে একটি রেলগেট তৈরি করবেন। এভাবেই বহু ভোট এসেছে আর গিয়েছে কিন্তু রেলগেট আর তৈরি হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা অমিয় মন্ডল বলেন, বহুদিন ধরে রেলগেট হয়নি। আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বাঁশের গেট জীবন যাপন করছি রের স্টেশনে ৩০% টিকিট বিক্রয় হয় সেখানে রেল পক্ষ থেকে গেটের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আমাদের এখানে ৫০% এর ওপরে টিকিট বিক্রি হয় তাহলে কেন গেট হবে না। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সবাই এই রেল লাইন পারাপার হয়। যে কোন সময় ঘটতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা তাই নিজেরাই বাঁশ দিয়ে যখন ট্রেন আসে তখন সেটা নামিয়ে রাখা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিমল বালা দাবি দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেখছি অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে বাজারের যুবকদের উদ্যোগে গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে চারজন প্রহরীকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এই রেল গেট দিয়ে তিনটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী পারাপার হয় যেকোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা সেই কারণে বাঁশ দিয়ে রেলগেট করা হয়েছে।

গ্রন্থগারিককে বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে গণডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত গ্রন্থাগারের পাশাপাশি বীরভূমের নানুরেও রয়েছে চন্ডীদাস স্মৃতি পাঠাগার। সেখানে গ্রন্থগারিক হিসেবে কর্মরত অনিতা মুখোপাধ্যায়। সরকারি আদেশনামায় উনার অন্যত্র বদলীর আদেশকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমানসে ক্ষোভ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে এলাকার প্রায় তিন শতাধিক সাধারণ মানুষ ও পাঠাগারের সদস্যদের গণ স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ডেপুটেশন পেশ করা হয় বীরভূম জেলা শাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজির কাছে। পরে জেলা গ্রন্থাগার অফিসে গিয়েও গণ সাক্ষরিত ডেপুটেশন পেশ করা হয়। প্রতিনিধি ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অবসর প্রাপ্ত প্রানী চিকিৎসক ডাক্তার হারাধন চট্টোপাধ্যায় এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক সনাতন সৌ। প্রতিনিধিগণ জেলা গ্রন্থাগারিকের কাছে অমাণবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। সেইসাথে জনস্বার্থে অবিলম্বে বদলীর আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে এবং অনিতা মুখোপাধ্যায়কে এই পাঠাগারে পুনর্বহাল রাখতে হবে বলে দাবী জানানো হয়। প্রতিনিধিগন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকারি আদেশে বলা হয়েছে , দুই বছরের

মধ্যে যে সমস্ত কর্মী চাকুরী করছেন কিংবা অবসরের মুখে আছেন তাঁদেরকে কোনোভাবেই বদলী করা যাবে না। উল্লেখ্য নানুর গ্রন্থাগারিক অনিতা মুখোপাধ্যায়ের আর মাত্র ২২ মাস চাকুরী আছে। সেক্ষেত্রে তাঁকে এভাবে বদলী আদেশ দেওয়া হলো কেন? এক প্রশ্নের জবাবে জেলা গ্রন্থাগার অফিসের পক্ষে আনারুল হক বলেন, এবছর বীরভূমে ৩৬ জন নতুন লাইবেরীয়ান পদে চাকরিতে যোগদান করবেন। মূলত তাঁদের জন্যই সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানদের বদলী করতে হচ্ছে। তবে নানুর চন্ডীদাস স্মৃতি পাঠাগারের ক্ষেত্রে এক আলোচনার মাধ্যমেই সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে জেলা শাসকের পক্ষ থেকে চিঠি মারফত নানুর গ্রন্থাগারের বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বলে প্রতিনিধিদের বক্তব্য ।বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, নানুর চন্ডীদাস স্মৃতি পাঠাগারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান লাইব্রেরীয়ান অনিতা মুখোপাধ্যায় নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং গ্রন্থাগার কক্ষকে মনের মতো সাজিয়েছেন। নিজে একজন সংস্কৃতি প্রেমিক। উনার উপস্থিতিতে এই গ্রন্থগারের এক উজ্জ্বল মহিমা, প্রতি মাসে নিয়মিত সাহিত্য সভা থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন মনোরঞ্জন মূলক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করে থাকেন বলে এলাকায় সবার কাছে অনীতা মুখার্জী এক চর্চিত নাম। স্বভাবতই তাঁকে হঠাৎ এভাবে অন্যত্র বদলীর আদেশে এলাকার সাধারণ মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

বারাসত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুরে ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা WBSRDA FUND থেকে ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮০২ টাকা ব্যয়ে বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর উদ্দীপন সংঘ ক্লাব থেকে (পিয়ারা পাড়া) চৌমুহা মাদ্রাসা পর্যন্ত পাকা রাস্তার শুভ উদ্বোধন হল শুক্রবার। এ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে সমাজসেবী শম্ভুনাথ ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, এই রাস্তাটি অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এলাকার মানুষের জন্য। যে তৎপরতা দেখিয়ে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ঢালাই রাস্তার বন্দোবস্ত হল তা প্রশংসনীয়।

এই রাস্তাটি তৈরির অন্যতম উদ্যোক্তা তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই

যে কোনও প্রকারে সাধারণ মানুষের জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই জনপ্রতিনিধিদের কাজ।

স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান ফারহাদ। আগামী দিনগুলোতে আরও উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন সকলের সহযোগিতায় সেটা সম্পন্ন করে মা মাটি মানুষের সরকার এগিয়ে চলবে।

এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার ঘোষ, মান্নান আলি, আছের আলি মল্লিক, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্মৃতিকণা অধিকারী, তৃষ্ণা পাত্র, মোজাফফর রহমান, ইফতেখারউদ্দিন, সাজাহান প্রমুখ।

সুরক্ষা দিবস পালন করল বিদ্যুৎ দফতর

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে জাতীয় সুরক্ষা দিবস সপ্তাহ পালন করলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদ এর গলসি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার। এদিন তাদের উদ্যোগে এলাকায় একটি মিছিল করা হয়। মিছিলটি বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস থেকে গোটা বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক থেকে সকল কর্মীরা। সচেতন সংক্রান্ত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত একটি ট্যাবেলো নিয়ে মাইকিংও করা হয় এলাকায়। সাধারন মানুষকে পরিসেবা দেবার সাথে বিপদমুক্ত রাখতে তাদের ওই কর্মসুচী বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের বর্ধমান (নর্থ) ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার ইনদাদুল মণ্ডল বলেন বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের জীবন চলবে না। মিছিল উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনাল ম্যানেজার ছাড়াও সহকারী ম্যানেজার অরিত্র রায়, গলসি স্টেশন ম্যানেজার সুবীর বিশ্বাস, গলসি ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধক্ষ্য ইমামুল হক সহ স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনায় বিশেষ পুজো

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বাড়িতে আচমকা পড়ে গিয়ে কপালে চোট পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে সোতের পোল মা তারার মন্দিরে পুজো দিলেন ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন, এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন ব্লক কৃষাণ সেলের সভাপতি নীতিশ মোদক, জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য, অরিন্দম ঘোষ, তাপস অরিন্দম গায়েন প্রমুখ। পাশাপাশি আত্মীয়ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেনো সুস্থ থাকে এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করে মা তারার কাছে প্রার্থনা করলাম ও পূজা দিলাম। এব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন স্থানীয় বিধায়ক পান্নালাল হালদার ও ডায়মন্ড হারবার বিধান সভার পর্যেবক্ষণ সামীম আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ

রানিতলায় দুই অগ্নিকাণ্ডে মৃত এক শিশুকন্যা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানা এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত ১০ টা নাগাদ আগুনে ভস্মীভূত হয় একটি বাড়ি, মৃত্যু হয় সাত বছরের এক শিশু কন্যার। অন্যদিকে শুক্রবার দুপুর নাগাদ অগ্নিকাণ্ডে পরপর ন'টি বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়। বৃহস্পতিবার রাতে সদ্য ঘুমিয়েছে এলাকার মানুষজন। তখন হঠাৎ কোনো কারণবশত আগুন লেগে যায় একটি বাড়িতে। বাড়ি থেকে অন্যান্য সদস্যরা বাইরে আসলেও ঘরের মধ্যেই থেকে যায় সাত বছরের শিশু কন্যা তামান্না খাতুন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তার। পুড়ে যায় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র থেকে খাদ্যশস্য সবকিছু। উল্লেখ্য, রানিতলা থানার আখরীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চর কৃষ্ণপুর গ্রাম ভৌগোলিক দিক থেকে অন্যান্য চর এলাকার মত একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চর কৃষ্ণপুর জনবহুল আখরীগঞ্জ থেকে প্রথমে পদ্মার শাখা নদী পেরিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেটে পৌঁছানো যায় সেখানে। ওই এলাকাতে নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা যোগাযোগের স্থায়ী ব্যবস্থা। মাঝেমধ্যেই বন্যা আর পদ্মার ভাঙ্গনে উদ্বাস্তু হয়েছে সেখানকার পরিবারগুলি।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আগুন লাগে আব্দুর রউফ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে। বাড়ির খাদ্যশস্য থেকে আসবাবপত্র এবং গৃহপালিত পশু আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তার সাত বছরের নাতনি তামান্না খাতুনের। আগুন দেখে পার্শ্ববর্তী টিকলিচর, ঘোষপাড়া, মনসুরপাড়া সহ তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষজন ছুটে আসেন এবং সেচের পাম্প চালিয়ে ও বালতিতে করে জল ঢেলে দু'ঘন্টার বেশি সময় ধরে চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

শুক্রবার দুপুর নাগাদ রানিতলা থানার একই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেনীপুরে পরপর ন'টি বাড়িতে আগুন লাগে। আগুনে সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্নবিত্ত ন'টি পরিবার।

দুটি ক্ষেত্রেই দমকলের গাড়ি সঠিক সময় পৌঁছাতে পারেনি বা যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ভগবানগোলা দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য দাবি তোলা হয়েছে।

সেহারা গ্রামে পিএইচইর জল প্রকল্পের উদ্বোধন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গোটা রাজ্য শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের লাইন ।পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর সংসদে পি এইচ ই জল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হল। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল পরিশ্রুত পানীয় জলের। অবশেষে সেই চাহিদা মিটতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটা বাড়িতে জল প্রকল্পের লাইন দেওয়া হয়েছে। এবার উদ্বোধনের পরেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে। এই জল প্রকল্প থেকে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন বলে জানা গিয়েছে। সেহারাবাজার, সেহারা গ্রাম, লাইকাবাজার, মোগলমারি, কোনা সহ বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে এই জল প্রকল্পের লাইন। এ কথা জানিয়েছেন সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুরনঞ্জয় সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেসেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রবাল মিত্র ও উজ্জ্বল ধাড়া সহ তৃণমূল কর্মীরা।

প্রথম নজর

রোজাদারদের জন্য দুবাই পুলিশের মহতী উদ্যোগ

আপনজন ডেস্ক: রমজানে রোজাদারদের জন্য মহতী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দুবাই পুলিশ। স্টার হেলথ কেয়ার নামে একটি সংস্থার সহযোগিতায় রমজান জুড়ে অন্তত দেড় লাখ প্যাকেট ইফতারি বিতরণ করবে তারা।
আরব নিউজ জানিয়েছে, ইফতারের সময় বিভিন্ন মোড় এবং সড়কে থাকা রোজাদারদের মধ্যে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ হাজার প্যাকেট ইফতারি বিতরণ করা হবে।
রা'সুল খিমাহ ও উজমানের অন্তত ১৩টি স্থানে এই বিতরণ কার্যক্রমে প্রতিদিন অংশ নিচ্ছেন দুবাই পুলিশের অন্তত ৩০০ জন সদস্য। গত বছর রমজানে সংস্থাটি অন্তত ১ লাখ ১৭ হাজার প্যাকেট ইফতারি বিতরণ করে। এ বছর প্যাকেট সংখ্যা বেড়ে দেড় লাখে এসেছে।
রোজাদারদের স্বাস্থের প্রতি খেয়াল রেখে খেজুর, পানি, কেক ও ইফতারের জুস দিয়ে ইফতারির প্যাকেটগুলো করা হয়েছে।
দুবাই পুলিশের কর্মকর্তা জুমা আল মেহিরি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এই কার্যক্রম সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্থানীয় নাগরিক এবং বিদেশীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গভীর করে তুলবে।
পবিত্র মাসে এই সহযোগিতা কার্যক্রম সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাসিন্দাদের মধ্যে সংহতি ও একক চেতনার একটি নিখুঁত উদাহরণ বলেও মনে করেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

'আল-আকসায় প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে সকল মুসলিমের': ওমর কিসওয়ানি

আপনজন ডেস্ক: আল-আকসা মসজিদের পরিচালক ওমর কিসওয়ানি বলেছেন, 'আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে সমস্ত মুসলমানের, তারা অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বা অন্য কোথাও বাস করুক না কেন'।
শুক্রবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে এ কথা জানিয়েছেন তিনি।
প্রতিবেদনে বলা হয়, কিসওয়ানি ইসরাইলকে উল্লেখ করে বলেন, 'মসজিদে প্রবেশের জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন হবে না'
তিনি আরো বলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি যে- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা সদস্য, পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী কর্মীরা জেরুসালেম এবং আল-আকসা মসজিদ ঘিরে রেখেছে। পশ্চিম তীরের আমাদের ভাইদের এই পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে তারা।'
ওমর কিসওয়ানি আরো বলেন, 'আল-আকসা মসজিদ একটি ইবাদতের ও শান্তির স্থান, কিন্তু অতিরিক্ত বিধিনিষেধ এবং চেকপয়েন্ট আরোপের কারণে এটি একটি বড় কারাগারের মতো হয়ে গেছে। এমনকি এটি একটি সামরিক শিবিরের মতো মনে হয়।'
এদিকে হামাস-পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি হামলায় উপত্যকায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৩২ হাজারের কাছাকাছি। এছাড়া আরো ৭২ হাজার ৭৬০ জন আহত হয়েছে।
ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অন্য বছরের মতো এবার রমজান যাপনের সুযোগ নেই। কারণ, শত শত মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নগর-ভবন মিসমার করা হয়েছে। তাই জীবন যাপনের অনুসঙ্গ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে, চলমান গাজা যুদ্ধে অন্তত ১২ হাজার ৩০০ শিশু মারা গেছে।

পবিত্র আল-আকসায় রমজানের প্রথম জুমায় ৮০ হাজার মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-হামাসের মধ্যে চলমান ভয়াবহ যুদ্ধের মাঝেই পবিত্র আল-আকসা মসজিদে আজ শুক্রবার ৮০ হাজার মুসল্লি জুমার নামাজ আদায় করেছেন। চলতি বছরের পবিত্র রমজান মাসের প্রথম জুমার দিন ছিল আজ। আর এদিনই আল-আকসায় ৮০ হাজারের বেশি মুসল্লির সমাগম হয়েছে। যদিও দখলদার ইসরায়েল সেখানে মুসল্লিদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলে দলে মানুষ মসজিদটিতে গেছেন। জুমার আগে ওল্ড জেরুজালেমে কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন করেছিল ইসরায়েল। তবে পুলিশের সঙ্গে মুসল্লিদের কোনো ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। গত বছরের অক্টোবর গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের দোহাই দিয়ে আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের প্রবেশ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল ইসরায়েল। কিন্তু রমজান মাস আসার পর তারা নমনীয়তা দেখাতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও ইসরায়েলের উগ্রপন্থিমন্ত্রী ইতামার বেন গিভির চেয়েছিলেন রমজানেও যেন আল-আকসায় মুসল্লিদের প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তার এ প্রস্তাবে রাজি হননি। কারণ নেতানিয়াহু ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, যদি রমজানেও মুসল্লিদের পবিত্র এ মসজিদে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় তাহলে অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে। ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা আল-কুদস মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ইসলামিক ওয়াকফর বরাতে ৮০ হাজারের বেশি মুসল্লির নাজাম আদায়ের তথ্য নিশ্চিত করেছে। যদিও আজকে আল-আকসায় শুধুমাত্র ৫৫ বছরের উর্ধ্বের পুরুষ এবং ৫০ বছরের উর্ধ্বের নারীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এছাড়া আগে থেকেই অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা দিয়েছিল ইসরায়েল। ফলে বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি প্রথম জুমায় আল-আকসায় প্রবেশ করতে পারেননি।

হামাসের নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের দেওয়া নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
শুক্রবার (১৫ মার্চ) হামাস নতুন প্রস্তাব দেয়। এতে তারা জানায়, যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে অসুস্থ, বৃদ্ধ ও নারী জিম্মিদের মুক্তি দেবে তারা। এর বদলে ইসরায়েলকে ৭০০ থেকে এক হাজার ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। যার মধ্যে রয়েছেন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ১০০ বন্দি। প্রথম ধাপের পর দ্বিতীয় ধাপে সব জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। এরপর স্থায়ী যুদ্ধবিরতির তারিখ ঘোষণা করা হবে। তবে হামাসের এই প্রস্তাবে রাজি হননি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।
সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সঙ্গে বৈঠক করেন নেতানিয়াহু। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, হামাসের এই নতুন প্রস্তাব 'এখনো অযৌক্তিক।'
এছাড়া নেতানিয়াহু দখলদার সেনাদের রাফাহতে হামলা চালানোর পরিকল্পনাকে সমর্থন দিয়েছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দফতর।
বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর বলেছে, 'ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী রাফাহতে হামলা চালানোর জন্য এবং সেখানকার বেসামরিক বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রয়েছে।'
যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ রাফাহতে যে কোনো ধরনের সামরিক আগ্রাসন চালানোর বিরোধীতা করেছে। তারা বলেছে, যদি সেনাবাহিনী রাফাহতে হামলা চালায় তাহলে সেখানে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। দখলদার ইসরায়েলিদের বর্বর হামলা থেকে বাঁচতে রাফাহতে বর্তমানে ১৩ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাধা সত্ত্বেও রাফাহতে হামলা চালানোর পরিকল্পনাকে সবুজ সংকেত দিয়েছে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দফতরের বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, 'যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা ইসরায়েলের অবস্থান নিয়ে আলোচনার পর' যুদ্ধবিরতির আলোচনা করতে কাতারে নতুন করে প্রতিনিধি দল পাঠাবে।

গাজায় ২৩ মিলিয়ন টন ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে: জাতিসঙ্ঘ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় পাঁচ মাস ধরে চলা ইসরাইলি হামলায় প্রায় ২৩ মিলিয়ন টন ধ্বংসাবশেষ তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসঙ্ঘ।
শুক্রবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসঙ্ঘের অনুমান ২৩ মিলিয়ন টন পরিমাণের এই ধ্বংসাবশেষ যার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে অবিস্ফোরিত অস্ত্র এটি পরিষ্কার করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।
জাতিসঙ্ঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয়ের কার্যালয় (ওসিএইচএ) খনি অ্যাকশন অংশীদারদের সাথে গাজায় অবিস্ফোরিত অস্ত্রের হুমকির মূল্যায়ন করার জন্য কাজ করছে।
এদিকে হামাস-পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি হামলায় উপত্যকায় নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৩২ হাজারের কাছাকাছি। এছাড়া আরো ৭২ হাজার ৭৬০ জন আহত হয়েছে।
ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অন্য বছরের মতো এবার রমজান যাপনের সুযোগ নেই। কারণ, শত শত মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নগর-ভবন মিসমার করা হয়েছে। তাই জীবন যাপনের অনুসঙ্গ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে, চলমান গাজা যুদ্ধে অন্তত ১২ হাজার ৩০০ শিশু মারা গেছে।

পশুখাদ্যও শেষ, জীবন বাঁচাতে এখন বন্য লতাপাতা খাচ্ছেন গাজার মানুষ!

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরা চলা ইসরায়েলি নৃশংস আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের গাজায় চরম মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। ইসরায়েলি অবরোধের ফলে ওই উপত্যকায় খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে।
এতদিন পশুখাদ্য খেয়ে জীবন নির্বাহ করলেও এখন তাও ফুরিয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে বন্য লতাপাতা খেয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন গাজার মানুষ।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদেনে উঠে এসেছে গাজাবাসীর দুর্বিসহ জীবনের এই গল্প।
জানা গেছে, চলতি মাসের (মার্চ) শুরু থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা হাজেম সাঈদ আল-নাইজির পরিবার পশুপাখির খাবার খেয়ে কোনওমতো জীবন বাঁচিয়ে রাখছিল। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর সেই খাবারও শেষ হয়ে গেছে। এখন তার পরিবার বন্য লতাপাতা খেয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে।
গণমাধ্যমকে হাজেম সাঈদ বলেছেন, "দুর্ভাগ্যবশত পশুপাখির খাবারও শেষ হয়ে গেছে। বাজারে এখন আর এটি পাওয়া যাচ্ছে না।"
জানা গেছে, গাজায় খাদ্য সংকট এতটাই তীব্র হয়েছে যে, পশুপাখি যেসব খাবার খায় সেসব খাবার খাওয়া শুরু করেন মানুষ। এছাড়া পরিবহন কাজে ব্যবহারের জন্য লালন-পালন করা ঘোড়াও জবাই করে খান তারা। এখন এই খাবারও শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হওয়া বন্য লতাপাতা খাচ্ছেন তারা।
হাজেম সাঈদ গত নভেম্বরে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে চলে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন তার ৬ বছর বয়সী ছেলেকে।
তার স্ত্রী এবং অন্যান্য সন্তানরা উত্তরাঞ্চলেই রয়ে যায়। যদিও তার স্ত্রী এদিকে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি সেনাদের বাধার মুখে আসতে পারেননি। এছাড়া রক্তজনিত সমস্যা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আরেকবার এই কঠিন পথ পাড়ি দিতে চাননি তিনি।
এরপর থেকে স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানদের কাছ থেকে আলাদাই থাকছেন হাজেম সাঈদ। খান ইউনিসে নিজ ছেলে ও অন্যান্য এতিম শিশুদের দেখাশুনা করছেন তিনি। সাঈদ বলেছেন, "আমার স্ত্রী আর সন্তানরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বন্য লতাপাতাও শেষ হয়ে আসছে। এগুলোও হয়ত এক সময় ফুরিয়ে যাবে।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারের ৮০ শহরের ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের সাগাইন অঞ্চলসহ বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের অন্তত ৮০টি শহরের টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে জান্তাবাহিনী।
শুক্রবার (১৫ মার্চ) দেশটির মানবাধিকার সংগঠন আথান মিয়ানমারের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৮০ শহরের মধ্যে সাগাইন অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি শহর অবস্থিত। অঞ্চলটির ৩৪টি শহরের মধ্যে ২৭টিতেই কোনো ধরনের ইন্টারনেট, মোবাইল ও টেলিফোন সংযোগ একেবারেই নেই। এ ছাড়া, কায়াহ রাজ্যের সাতটি শহরের পাঁচটিতেই কোনো ধরনের টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সংযোগ নেই।
এছাড়া শান, চিন, কাচিন ও মন রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং তানিনথারি, মগওয়ে, বাগো ও আয়েওয়ারওয়াদির মতো শহরগুলোকেও টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।
তবে ৮০টি শহরের সবগুলোতে একসঙ্গে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। কিছু শহরে দুইটি সংযোগ একসাথে বন্ধ, আবার কোনো কোনোটিতে ইন্টারনেট থাকলেও টেলিফোন সংযোগ নেই। আর কোন জায়গায় টেলিফোন সংযোগ থাকলেও ইন্টারনেট নেই।
আথান জানিয়েছে, রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিতওয়েতে জান্তাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মাইটেল ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেবা দেয়। এরপর থেকে শহরটিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট সংযোগ ও ব্রডব্যান্ড সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। আর ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগসেবা বন্ধের কারণে রাখাইন রাজ্যে ব্যাংকিং সেবা ও অনলাইন আর্থিক লেনদেন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সংস্থাটি এই পরিস্থিতিকে বিদ্রোহীদের দমনে জান্তাবাহিনীর কৌশল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
প্রসঙ্গত, মিয়ানমারে রাখাইন রাজ্যে জান্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। গত বছরের নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই লড়াইয়ে এএ এখন পর্যন্ত জান্তাবাহিনীর কাছ থেকে মোট নয়টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এই সময়ে জান্তাবাহিনীর কাছে থেকে অন্তত ১৮০টি ফাঁড়ি ও ঘাঁটির দখল নিয়েছে তারা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫১ মি.

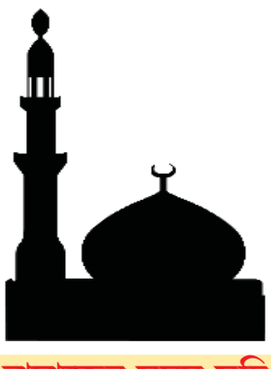

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৩	৫.৪৪
যোহর	১১.৫০	
আসর	৪.০৫	
মাগরিব	৫.৫১	
এশা	৭.০০	
তাহাজ্জুদ	১১.০৮	

ইতালিতে ফ্ল্যাটে আগুন, মা ও ৩ শিশুর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর বোলোগনায় গত রাতে অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লেগে এক নারী ও তাঁর তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেডোসি বলেছেন, তিনি নারী ও তাঁর সন্তানদের মৃত্যুতে 'গভীরভাবে দুঃখিত'। নিহত শিশুদের মধ্যে দুই বছর বয়সী যমজ মেয়ে ও ছেলে এবং ছয় বছর বয়সী একটি মেয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

ফিলিস্তিনের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তফা

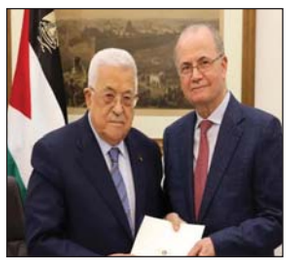

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ মুস্তফাকে নিয়োগ দিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। মোহাম্মদ মুস্তফা একজন অর্থনীতিবিদ এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাহমুদ আব্বাসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। খবর আলজাজিরা।
৬৯ বছর বয়সী মুস্তফা বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে, তিনি ফিলিস্তিনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
গাজায় ওয়াশিংটনের যুদ্ধোত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কারের জন্য মার্কিন চাপের মুখে এ নিয়োগ দিলেন আব্বাস।
যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করা অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনচেতা মুস্তফা এখন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য একটি নতুন সরকার গঠনের কাজ করবেন। মূলত ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশে সীমিত ক্ষমতা রয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের।
বৃহস্পতিবার নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে মুস্তফাকে অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজায় প্রশাসনকে পুনরায় একীভূত করার, সরকারে সংস্কার, নিরাপত্তা পরিষেবা এবং অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করতে বলেন আব্বাস।

ফিলিস্তিনি সহকর্মীকে বরখাস্ত করায় পদত্যাগ করলেন ইসরাইলি অধ্যাপক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি সহকর্মীর চাকরি যাওয়ায় ইউরি পাইনস হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেছেন ইসরাইলি অধ্যাপক ইউরি পাইনস। গত মঙ্গলবার (১২ মার্চ) তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। পাইনস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি বলেছেন, তিনি ফিলিস্তিনি অধ্যাপক নাদরা শালহাউব-কেভরকিয়ানকে বরখাস্ত করার পরে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
অধ্যাপক নাদরা ইহুদিবাদের অবসানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাইনস বলেছিলেন, তিনি ইহুদিবাদের আদর্শিক প্রতিশ্রুতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর কাজ করতে অস্বীকার করবেন।
তিনি আরো বলেন, 'নাদেরা শালহাউব-কেভরকিয়ানকে বরখাস্ত করে চিঠিতে যা জানানো হয়েছে, সেটি আমাকে অবাক করেছে। আমি কখনো ভাবিনি যে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি জায়নবাদী প্রতিষ্ঠান। আমি এটিকে একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছি। এখানে জায়নবাদী এবং অ-জায়নবাদীদের পাশাপাশি আমার মতো জায়নবাদবিরোধীরাও কাজ করতে পারে বলে জ্ঞান করে এসেছি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৭৪ সংখ্যা, ২ চৈত্র ১৪৩০, ৫ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

ভোটের মূল্য

গণতন্ত্র আসলে কী? এই ব্যাপারে সবচাইতে প্রচলিত সংজ্ঞা বলিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলিয়াছেন, ডেমোক্রেসি ইজ এ গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। এই ধরনের কথা ১৩৮৪ সালে জন উইক্লিফ বলিয়াছিলেন বাইবেল প্রসঙ্গে। সেইখানে তিনি বলিয়াছিলেন, দিজ বাইবেল ইজ ফর দ্য গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল।

গণতন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ সুম্পিটার ১৯৪৬ সালে তাহার 'ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেইখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল–সর্বজনীন ভোটাধিকার। ইহার পরে রহিয়াছে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন। এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও দেখি ভোট লইয়া নানান ধরনের মেকানিজম করা হয়, মিথ্যাচার করা হয়। মিথ্যায় মিথ্যায় সয়লাব করা হয় জনগণের মনোজগত্। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইয়া আসেন, তাহাদের কার্যক্রম অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে; কিন্তু তাহা কতখানি ব্যত্যয় হইতেছে–ইহার দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

সার্বিকভাবে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতির কারণে মানুষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচনের মধ্য দিয়াই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়; কিন্তু বাস্তবতা হইল–পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মাটির যেমন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সকল মাটিতে সকল বৃক্ষ জন্মায় না। মেরু ভল্লুক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাঁচিবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কোনো প্রাণীই মেরু অঞ্চলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হিতকারী শাসনতন্ত্র। তবে এই হিতকারী বৃক্ষটি ভিনদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। সুতরাং উহার ফলন সকল মাটিতে ভালো নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরগাছা বা আগাছাও রহিয়াছে। সেই সকল পরগাছা নির্মূলে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে উহার চেষ্টা থাকিলেও তৃতীয় বিশ্বে খামতি রহিয়াছে। ইহা রাতারাতি দূর হইবারও নহে। তাহা ছাড়া বিরোধিতাই যে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, স্বার্থে-স্বার্থে যে সংঘাত, রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে তাহার মোকাবিলাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এইভাবেই গণতন্ত্র সকল গোষ্ঠী, মতকে স্থান দিতে পারে। গণতন্ত্র মানে যে শুধু ক্ষমতা নহে, তাহা উপলব্ধি করাটাও গণতন্ত্রের জন্য জরুরি বটে। এই জন্য আধুনিক সময়ে অনেক বিজ্ঞজনের মতে, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে। ইহার সহিত সেইখানে বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টি থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য–তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না।

আরেকটি বড় বিষয় হইল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধি তথা সরকার নির্বাচন করে, তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ জনগণ বুঝিতেই পারেন না, কী অপার ক্ষমতার অধিকারী তাহারা। কে তাহাদের শাসন করিবে, তাহা নির্ধারণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু এই গুরুভার তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকে গুরুত্বই দেন না তাহার ভোটাধিকারটি। তাহার ভোট কতখানি মূল্যবান–তাহা বুঝিতে পারেন না বিধায় অনেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হইয়া যান। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জনগণকেও উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের ভোটের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হইবে।

ট্রাম্পের মতো গণতন্ত্রবিরোধীদের নিষিদ্ধ করা কি সম্ভব

যে রাজনৈতিক দল নির্বাচন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে একটি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে থাকে, সে দলগুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের সর্বসম্মত না হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত একটি জবাব হলো, ক্ষমতায় আসার আগেই দলটিকে নিষিদ্ধ করা উচিত। সেই একই কাজ যদি কোনো নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদ করেন, তাহলে তাঁর বিষয়ে কী ফয়সালা হতে পারে? লিখেছেন **জ্যঁ ভার্নার ম্যুলার**।

যে রাজনৈতিক দল নির্বাচন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে একটি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে থাকে, সে দলগুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের সর্বসম্মত না হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত একটি জবাব হলো, ক্ষমতায় আসার আগেই দলটিকে নিষিদ্ধ করা উচিত।

সেই একই কাজ যদি কোনো নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদ করেন, তাহলে তাঁর বিষয়ে কী ফয়সালা হতে পারে?

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে বিদ্রোহের ঘটনায় ভূমিকা রাখার কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার অযোগ্য করার ঘোষণা চেয়ে মামলা করার পর এই প্রশ্নে আমেরিকানদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়।

অনেকেই যুক্তি দিয়ে বলেছেন, ওই ঘটনার পর ট্রাম্পের নির্বাচন করার কোনো আইনি বৈধতা থাকা উচিত নয়।

জার্মানিতে কট্টর ডানপন্থীদের উত্থান ঠেকাতে সেই একই ধরনের প্রশ্ন জার্মানিদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেখানে একটি প্রস্তাবে কট্টর দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র রাজনীতিকদের রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার এবং চরম ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফুর ডয়েচল্যান্ড (এএফডি) পার্টিকে সরাসরি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণকে গুরুতর নিষেধাজ্ঞা হিসেবে দেখতে হবে। এটিকে একেবারে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। তবে যখন কোনো ব্যক্তিকে বারবার সতর্ক করার পরও যদি তিনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সরব প্রচারণা চালিয়ে যান, তখন তাঁকে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে অযোগ্য ঘোষণা প্রকৃতপক্ষেই ন্যায়সংগত হয়ে ওঠে।

এর ব্যত্যয় হলে গণতন্ত্র একটি ভঙ্গুর ও নাজুক অবস্থার মধ্যে নিজেই নিজেকে ঠেলে দেবে।

গণতন্ত্রের এই মারাত্মক দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল লোভেনস্টাইন (যিনি নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর জার্মানি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) 'মিলিট্যান্ট ডেমোক্রেসি' বা 'জঙ্গি গণতন্ত্র' এর ধারণা দিয়েছিলেন। 'জঙ্গি গণতন্ত্র' বলতে তিনি এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝাতেন যে ব্যবস্থাটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না। মূলত উগ্র দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন।

লোভেনস্টাইন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আগুন দিয়ে আগুন মোকাবিলা করার মতো। এ কারণে যাঁরা নিজেদের 'জঙ্গি-গণতন্ত্রের' হাতিয়ার মনে করেন, তাঁদের অবশ্যই গণতন্ত্রহীনতার ঝুঁকির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

কারণ, যে গণতন্ত্র অগণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তা হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ধ্বংস করে দিতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সেই যুক্তি এখন যেন প্রতিশোধ হিসেবে ফিরে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্দশ সংশোধনীর ভিত্তিতে কলোরাডো এবং মেইন অঙ্গরাজ্যে ব্যালট থেকে ট্রাম্পকে (অস্থায়ীভাবে) সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (অবশ্য পরে সুপ্রিম কোর্টে সেই আদেশ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে)।

জার্মানিতে সংবিধানে শুধু দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিধান রাখা হয়নি; বরং সেখানে কোনো ব্যক্তিও যদি গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে, তাহলে তাঁকে রাজনৈতিক অধিকার হারাতে হতে পারে।

জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও সম্পূর্ণভাবে কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করাটা সাফল্য আনতে পারবে না। আমেরিকায় এখন কার্যত দ্বিদলীয় গণগন্ত্র চলছে। ফলে সেখানে রিপাবলিকান পার্টিকে নিষিদ্ধ করা গণতন্ত্র বিলোপেরই শামিল হবে (এমনকি যদি বেশির ভাগ রিপাবলিকান ভোটার ট্রাম্পের গণতন্ত্রবিরোধী আচরণকে গ্রহণ করে থাকে, তাহলেও)।

কোনো গণতন্ত্রেরই আগুনকে আগুন দিয়ে প্রতিহত করাটাকে হেলাফেলাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। যদি একজন প্রার্থী বারবার গণতন্ত্রবিরোধী আচরণ করতে থাকেন এবং তাঁকে সতর্ক করার পর তাঁর সেই আচরণ দ্বিগুণ হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা ন্যায়সংগত হবে।

জার্মানিতে উগ্র ডানপন্থী দল এএফডি এত বেশি জনসমর্থন অর্জন করেছে যে জাতীয় জরিপে দেখা গেছে এই দল নিষিদ্ধ করাকে প্রায় ২০ শতাংশ ভোটার গণভোটবিরোধী অস্ত্র হিসেবে মনে করছে।

এই সমস্যা যে প্যারাডক্সকে সামনে আনে তা হলো: যখন গণতন্ত্রবিরোধী দলগুলো ছোট হয়, তখন তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু যখন তারা বড় হয়ে যায়, তখন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

দেখা যাচ্ছে, যেখানে গণতন্ত্রের সমর্থনে ঐকমত্য রয়েছে, সেখানে 'জঙ্গি গণতন্ত্র' চাইলে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু সেখানে তা না থাকলেও চলে। (যেমন: পশ্চিম জার্মান গণতন্ত্র সম্ভবত নব্য নাৎসি ও কমিউনিস্টদের নিষিদ্ধ না করলেও পারত)। কিন্তু একবার যদি বড় ধরনের মেরুকরণ হয়েই যায়, তাহলে 'জঙ্গি গণতন্ত্রের' পক্ষে আর ব্যাপক জনসমর্থন থাকে না।

এর কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে রাজনীতিবিদেরা এই চিন্তায় পড়ে যান যে এর হাতিয়ার তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে।

যাঁরা জঙ্গি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেন, মূলত তাঁরা বিকল্পধারাকে সমর্থন করেন। তাঁদের ধারণা, একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ভোটের একটি নিষ্পত্তিমূলক ফলাফল পাওয়া যাবে। এর মধ্য দিয়েই ট্রাম্পের আরেকটি পরাজয় সূচিত হবে। এর মধ্য দিয়েই তাঁকে জাতীয় মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

ট্রাম্প ভালোভাবে স্পষ্ট করেছেন, তিনি প্রচারণাকে বর্ণবাদ দিয়ে দূষিত করবেন এবং সম্ভবত প্রচারের সময় সহিংসতার আহ্বান জানাবেন। নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তিনি জয়ের দাবি করবেন।

ফলাফল কাছাকাছি হলে তিনি জালিয়াতির অভিযোগ তুলে চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন। ফল যদি তাঁর বিরুদ্ধে ভূমিধস মাত্রার হয় তাহলে তিনি দাবি করবেন, পুরো বিষয়টি কারচুপি করা হয়েছে।

সে কারণে কোনো গণতন্ত্রেরই আগুনকে আগুন দিয়ে প্রতিহত করাটাকে হেলাফেলাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। যদি একজন প্রার্থী বারবার গণতন্ত্রবিরোধী আচরণ করতে থাকেন এবং তাঁকে সতর্ক করার পর তাঁর সেই আচরণ দ্বিগুণ হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা ন্যায়সংগত হবে।

জ্যঁ ভার্নার ম্যুলার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

গণতন্ত্রের এই মারাত্মক দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল লোভেনস্টাইন (যিনি নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর জার্মানি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) 'মিলিট্যান্ট ডেমোক্রেসি' বা 'জঙ্গি গণতন্ত্র' এর ধারণা দিয়েছিলেন। 'জঙ্গি গণতন্ত্র' বলতে তিনি এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝাতেন যে ব্যবস্থাটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না। মূলত উগ্র দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন। লোভেনস্টাইন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আগুন দিয়ে আগুন মোকাবিলা করার মতো। এ কারণে যাঁরা নিজেদের 'জঙ্গি-গণতন্ত্রের' হাতিয়ার মনে করেন, তাঁদের অবশ্যই গণতন্ত্রহীনতার ঝুঁকির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। কারণ, যে গণতন্ত্র অগণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তা হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ধ্বংস করে দিতে পারে।

সিনা লসন ও ররি স্টুয়ার্ট

নগদ অর্থসহায়তা যেভাবে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে

এ কথা সত্যি, চরম দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা হলেও অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু এখনো মূল লক্ষ্য থেকে আমরা বহু দূরে রয়েছি। এখনো এই পৃথিবীর অন্তত ৭০ কোটি মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারের কম আয় দিয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আশার কথা, বিগত দশকগুলোতে দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের হাতে কার্যকর কোনো হাতিয়ার না থাকলেও এখন আমাদের হাতে একটি লাগসই হাতিয়ার আছে। আর সেই হাতিয়ার হলো: চরম দরিদ্র পরিবারগুলোর হাতে সরাসরি নগদ অর্থসহায়তা পৌঁছে দেওয়া।

ধারণাটি যে একেবারে নতুন, তা মোটেও নয়। জরুরি মুহূর্তে নগদ অর্থসহায়তা যে খুবই কার্যকর, সেটি ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় পৃথিবীর প্রতি ছয়জনের একজন নগদ অর্থসহায়তা পেয়েছে। তখনই দেখা গেছে, সরাসরি নগদ অর্থসহায়তা ব্যক্তির নিজের জীবনের ভালোমন্দ দেখভালের এবং নিজের পরিবারের উন্নতির জন্য সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

নগদ অর্থ হস্তান্তরের ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব কেউ অস্বীকার করে না। ইতিমধ্যে ৩০০টির বেশি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, চরম দরিদ্র মানুষের হাতে সরাসরি নগদ অর্থসহায়তা দেওয়ায় তাদের আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হয়েছে; তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির পরিমাণ এবং উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে; অভুক্ত থাকা, অসুস্থ থাকা এবং অবসাদের কবলে পড়াসহ পারিবারিক সহিংসতা অনেক কমেছে।

হতদরিদ্র মানুষের কাছে পরীক্ষামূলকভাবে নগদ অর্থসহায়তা দিয়ে দেখা গেছে, নগদ অর্থ হাতে পেয়ে তারা প্রতিদিন রোজগারের জন্য যতটা পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রম কমায়নি। হাতে বাড়তি নগদ অর্থ পাওয়ার পর তারা বিলাসিতা করে তামাক কিংবা অ্যালকোহলের পেছনে পয়সা খরচ করেছে, এমনটাও হয়নি।

আশার কথা হলো, যেসব স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রতিদিন মানুষের মাথাপিছু আয় আড়াই ডলারের আশপাশে থাকে, সেখানে দরিদ্র মানুষের হাতে এক ডলার করে নগদ সহায়তা দিলে তার ব্যাপক প্রভাব গোটা অর্থনীতিতে পড়ে। দেখা গেছে, টানা তিন বছর কোনো স্থানে এভাবে নগদ অর্থসহায়তা দিয়ে গেলে সহায়তা গ্রহণকারী আগের চেয়ে অনেক ভালো উপার্জন করেন এবং আগের চেয়ে ওই এলাকায় শিক্ষার হার অনেক ভালো হয়ে থাকে।

কেনিয়ায় চালানো সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানে ৫০০ ডলারের নগদ থোক সহায়তা স্থানীয় দরিদ্র মানুষের আয় উৎপাদনকারী মূলধন জোগাড় করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের হাতে সরাসরি নগদ অর্থসহায়তা তুলে দেওয়ার মতো প্রযুক্তি এখন আমাদের হাতে এসে গেছে। নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি অর্থ স্থানান্তরের খরচ নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদে অর্থ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে আমাদের ক্ষমতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কোভিড মহামারির সময় আফ্রিকার দেশ টোগোতে সত্যিকার অর্থে ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য তথা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা লোকদের শনাক্ত করতে এবং তাদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দিতে দেশটির সরকার মোবাইল ফোনের ডেটা ও স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করেছিল। দেশটির নোভিস্সি নামের একটি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মানুষকে নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ওই প্রকল্পের আওতায় প্রাপকদের পরিচয় যাচাই করতে এবং তাদের কাছে অর্থ পৌঁছে দিতে এসএমএস টেক্সট মেসেজিংয়ের অনুরূপ সব মোবাইল ডিভাইসে মৌলিক ইউএসএসডি (আনস্ট্রাকচারড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডেটা) প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। এভাবে তারা ৯ লাখ ২০ হাজার প্রাপকের কাছে ৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার মোবাইল মানি ট্রান্সফার পদ্ধতিতে বিতরণ করেছে।

টোগোর এই সফল পাইলট প্রকল্প নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর এখন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ১০ কোটি ডলারের প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। একইভাবে ভারত মাত্র ছয় বছরের মধ্যে তার ১৩০ কোটি মানুষকে ডিজিটাল আইডি সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এটি ডিজিটাল পেমেন্টের হার বাড়িয়েছে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নির্বিঘ্নে নগদ অর্থ পাঠানোকে সহজ করেছে।

এখন যেহেতু টোগোর এবং অন্যান্য অনেক দেশের অনেক প্রকল্প নগদ অর্থ স্থানান্তরের কার্যকারিতা দেখিয়েছে, সেহেতু প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এই সমাধান সূত্রের বিশ্বায়ন ঘটানো যায়।

একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে আমরা কাজ করেছি। সেই কার্যক্রমের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আমরা একটি নতুন বৈশ্বিক তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি। এই তহবিল থেকে চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে অতি দরিদ্র লোকদের কাছে সরাসরি অর্থ হস্তান্তর করা যাবে। এই ব্যবস্থা চালু করলে বিভিন্ন দেশ ডিজিটাল উপায়ে নগদ অর্থ স্থানান্তরের ব্যবহারকে প্রসারিত করতে পারবে। এতে বিদ্যমান সামাজিক-সুরক্ষা প্রোগ্রামগুলো প্রসারিত হবে। এইডস, যক্ষ্মা এবং ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুলো যেভাবে সম্মিলিতভাবে তহবিল গঠন করে থাকে, একইভাবে এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হতদরিদ্র মানুষ সরকারের দিক থেকে যেসব সুবিধা পেয়ে থাকে, এই নগদ অর্থসহায়তাকে সেগুলোর সম্পূরক সহায়তা হিসেবে দেখা হবে না বরং এটিকে একটি পরিপূরক সহায়তা হিসেবে দেখা হবে। এই প্রথম বিশ্বের হাতে দরিদ্রদের জন্য একই সঙ্গে অর্থ এবং সেই অর্থ সরাসরি দরিদ্রদের হাতে পৌঁছানোর পদ্ধতি এসেছে। এখন দরকার শুধু সদিচ্ছার।

সিনা লসন টোগোর ডিজিটাল অর্থনীতি ও ডিজিটাল রূপান্তরবিষয়ক মন্ত্রী

ররি স্টুয়ার্ট দরিদ্র মানুষের কাছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থসহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত অলাভজনক আন্তর্জাতিক সংস্থা গিভডাইরেক্টলি'র একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা

প্রথম নজর

বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার রুখতে সচেতনতা সভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বহড়ু

আপনজন: বাল্য বিবাহ,নারী পাচার, শিশু পাচার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এগুলো বন্ধ করার জন্য একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।মূলত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েদের কাজের লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে দিয়ে যৌন ব্যবসায় নামানো হচ্ছে। যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।
আর এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সুন্দরবনের কুলতলির একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এই বিষয়ের উপর একটি সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সংগীতা মন্ডল সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক সহ বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকরা। এদিনের এই আলোচনায় বহড়ু এলাকার আশা কর্মী, আই সি ডি এস কর্মীরা অংশ নেন। মূলত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় এই সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহন করা হচছে। যার মধ্যে দিয়ে সাধারন মানুষকে সচেতন করা হচছে।যাতে তাঁরা এই জাতীয় অপরাধের সঙ্গী না হয়। এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটলে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা থানায় যোগাযোগ করে।

গহিলা গ্রামে ফিতা কেটে সাব মার্সিবলের শিলান্যাস কর্মাধ্যক্ষের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: চৈত্র মাস শুরু হতেই এলাকায় দেখা দেয় চরম জল সংকট।গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট প্রচারে এসে জলের সমস্যা সমাধান করিয়ে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য।কথা দিয়েছিলেন তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে এলাকাবাসীর জলের সমস্যা দূর করে দিবেন।এলাকার মানুষ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে।যেমন কথা তেমন কাজ।শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের গহিলা গ্রামে ফিতা কেটে সাব মার্সিবলের শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের কৃষি,সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম।এতে খুশি এলাকার মানুষজন।
রবিউলবাবু বলেন,'জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৬৪ টাকা বরাদ্দে একটি সাব মার্সিবলের শিলান্যাস করা হল।পাশাপাশি এদিন রনথোল গ্রামেও ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৭৫৪ টাকা বরাদ্দে একটি সাব মার্সিবলের শিলান্যাস করা হল।'
স্থানীয় বাসিন্দা,শ্রুতি দাস ও শ্যামলী রায়রা বলেন 'চৈত্র মাস শুরু হতেই এলাকায় জলস্তর অকেনটা নিচে নেমে যায়।নলকূপে জল উঠে না।এতে প্রায় তিনশো টি পরিবার চরম জল সংকটে পড়ে।প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে স্বরুপগঞ্জ ও খরবা এলাকা থেকে জল নিয়ে আসতে হয়।গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ভোট প্রচারে এসে জেলা পরিষদের সদস্য রবিউল ইসলাম জলের সমস্যা দূর করে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন। এলাকাবাসীকে দেওয়া কথা রাখলেন সে।তবে এতে অনেকটাই জলের সমস্যা দূর হবে।'

বাংলা ভাষাচর্চা কেন্দ্রের ভাষা দিবস স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে জীবনানন্দ সভাঘরে। উত্তর কলকাতা বাংলা ভাষাচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান আলোচনায়, গানে, কবিতায়,গল্পে মুখর হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা সভা হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন ড. শিশুতোষ সামন্ত, অধ্যক্ষ কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, বিশিষ্ট লেখক ও এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটির সহ সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়, দৈনিক সবার খবর পত্রিকার সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য, ড. মনোরমা পোল্যে ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক গোপাল

চক্রবর্তী। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি গৌতম বালা, সুভাষ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। চর্চা কেন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদক সাহিত্যিক সেখ আব্দুল মান্নানের সুপরিচালনায় অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক 'চোখ' পত্রিকার সম্পাদক মানিক দে তাঁর প্রারম্ভিক কথনে চর্চা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যখ্যা সহ স্বাগতভাষণ প্রদান করেন।
এদিন সংস্থার বার্ষিক মুখপত্র 'সাহিত্য সমন্বয়' এর মোড়ক উন্মোচন করেন মঞ্চাসীন অতিথি, কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় মিলে।

তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর, আঙুল উঠল বিজেপির দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ময়না

আপনজন: শাসকদল তৃণমূলের পার্টি অফিসে দুষ্কৃতীদের হামলা। ময়নার বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুর কুয়ারানা গ্রামে ঘটেছে এই ঘটনা। তৃণমূলের পার্টি অফিসে গতকাল রাতে হামলা চালানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। হামলায় অফিসের আসবাবপত্র, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ বহু জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করা হয়েছে বলে অভিযোগ শাসক শিবিরের শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি অফিস দেখে আসেন তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।এদিন ওই এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারেন দেবাংশু। জানা গিয়েছে,বাকচায় তাঁকে ঘিরে জনজোয়ার নামে। তিনি সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে স্থানীয়দের রুখে দাঁড়ানোর ডাকও দেন।প্রচারে বেরিয়ে কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তমলুক লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর গাড়ি ঘিরে কর্মীদের একাংশ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,''বাড়ি ফিরতে পারব তো?'' তমলুকের ময়না বিধানসভা এলাকায়। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশুর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলারও অভিযোগ উঠেছে। অন্য দিকে,দেবাংশুকে ঘিরে বিক্ষোভ

দেখালেন তৃণমূলের কর্মীরাই। শুক্রবার ময়নায় নির্বাচনী প্রচারে যান দেবাংশু। তার আগে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ময়না।জিনা গ্রাম পঞ্চায়েতে পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বাগ্‌বিতণ্ডা বাধে তৃণমূল এবং বিজেপির।পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে আসতে হয়।রাত ১১টা নাগাদ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেছে বিজেপির কয়েক জন। এমনই অভিযোগ করেন তৃণমূলের কর্মীরা। শুক্রবার সেই কার্যালয়েই উপস্থিত হন দেবাংশু। তখন দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের কথা দেবাংশুকে জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের আঙুল উত্তম সিংহ ও চন্দন মণ্ডল নামে দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, ময়নায় দেবাংশু পৌঁছনোর আগে তাঁর নামে যে পোস্টার লাগিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মীরা,সেই পোস্টার ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিজেপির ভয়ে তাঁরা গ্রামে প্রবেশ করতে পারছেন না। গাড়ি থেকে দেবাংশু তাদের বার বার আশ্বস্ত করে বলতে শোনা যায়, বিজেপি দখলীকৃত বাকচার কী হাল দেখুন। বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে।'

সিপিএমের নাম ঘোষণার আগেই প্রার্থীর সমর্থন চেয়ে প্রচার

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: প্রার্থীর নাম ঘোষণার আগেই টোটো গাড়িতে ফেস্টুন লাগিয়ে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার। যা দেখে ইতি মধ্যেই টোটো গাড়িতে লাগানো ফেস্টুনে হইচই পড়ে যায় এলাকা জুড়ে। কারণ এলাকায় সুপরিচিত মুখ ডাক্তার আব্দুল করিম। কিন্তু কোন দলের হয়ে বা কোন দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা কিন্তু পোস্টারে স্পষ্ট নয়। শুক্রবার নলহাটি দু'নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় টোটো গাড়িতে নিজের ছবি লাগিয়ে প্রচার শুরু করে দিলেন এলাকার চিকিৎসক আব্দুল করিম। তার ছবি দেওয়া ব্যানারে লেখেন আসন্ন লোক সভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্রে সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে চিকিৎসক আব্দুল করিম সাহেবকে অনুপ্রাণিত করুন। তাকে ভোট দেওয়ার দাবি জানালেন। নলহাটির কয়থা গ্রামের তরুন চিকিৎসক আব্দুল করিম। এলাকায় গত তিন বছর ধরে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির করছেন। ইতি মধ্যে দু'শোর অধিক স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করে

গ্রিনিশ বুকে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী দ্বারা পুরস্কৃতও হয়েছেন।একই সঙ্গে তিনি বস্ত্র বিতরণ সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বামেদের প্রতীকে লোক সভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বামফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। ইতি মধ্যে বৃহস্পতিবার ১৬ জনের নামও প্রকাশ করেছে বামফ্রন্ট। দেখা যাক কি হয়। উল্লেখ্য এখনো বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হয়নি। জোট হলে বীরভূম কেন্দ্রে সিপিএম চাইবে বলে আগেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে । উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা এই চিকিৎসক কলেজ জীবনে বামেদের ছাত্র সংগঠন করেছেন। তবে তিনি সরাসরি কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্তও নন। তবে এখন দেখার অপেক্ষা বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ হবেন নাকি চিকিৎসক আব্দুল করিম হবেন। সেটিই এখন দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বীরভূম লোক সভা কেন্দ্র।

চারকল অঞ্চলে তৃণমূলের কর্মীসভা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে নানুর চারকল গ্রাম অঞ্চলে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থতা কামনা করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষে কয়েক হাজার মানুষ ইফতার পার্টিতে যোগদান করেন। নানুর বিধানসভার অঞ্চলে এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে লোকসভার প্রার্থী অসিত মালকে জয়ী করার আহ্বান জানান কাজল শেখ। ধর্মমত নির্বিশেষে সকলকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান।
কাজল শেখ তার বক্তব্যে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন ভোটের সময় অনেকে রাতের অন্ধকারে আসবেন তার জন্য রাত পাহারা দিতে হবে গ্রামবাসীকে। রাতের অন্ধকারে এসে টাকা দিয়ে মানুষকে ভুল বোঝানো হবে বলে জানান। যদি দেখেন এইরকম কোন পরিস্থিতি হয় তাহলে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন। কাজল শেখ বলেন অনুব্রত মণ্ডলের যে টিম আছে সেই টিমের সঙ্গে খেলা হবে।

ভোটে জিতলে সংসদে সরব হবেন বাম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ব্যক্তি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্যক্তি ডা: রথীন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আমার লড়াই নয়। আমার লড়াই বিজেপি এবং তৃণমূল এই দুই রাজনৈতিক দলের নীতির বিরুদ্ধে। আমাদের প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি-তারা। সেই প্রতীক দেখেই মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করবেন।
প্রচারে নেমে এমনই মন্তব্য করলেন হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নির্বাচন আমাদের কাছে প্রাত্যহিক জীবনের একটা লড়াই সংগ্রামের মতো। যেটা মানুষের জন্য আমাদের লড়াই এবং এই লড়াই জয়ের জন্যই করি। আমাদের লড়াই বামপন্থার সঙ্গে দক্ষিণপন্থার লড়াই।হাওড়ার বঞ্চনার কথা, হাওড়ার সমস্যার কথা, হাওড়ার বন্ধ কলকারখানার কথা সংসদে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন বর্তমান সাংসদ। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন হয়নি ২০১৮ সাল থেকে। ফলে মানুষ সকল পরিষেবা থেকে আজকে বঞ্চিত।

মোমবাতির আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মোমবাতির আগুনে পুড়ে ছাই এক দিনমজুরের ঘর।অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাট মহারাজ পাড়া। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দিন মজুর সুকরা সিং এর একটি শোয়ার ঘর ও একটি রান্নাঘর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বাড়ির ভিতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে সুকরা সিং ও তার পরিবার গ্রামেই কীর্তন শুনতে যায়।
হঠাৎ করে বাড়িতে আগুন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে হাত লাগান।ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন আসার আগেই বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড় ও খাদ্য শস্য সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে সুকরা সিং ও তার পরিবার। সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুকরা সিং এর পরিবার। পলিথিন টাঙিয়ে পরিবারটি খোলা আকাশের নীচে ঠাই নিয়েছে।

নানা দাবিতে বিডিওকে ডেপুটেশন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দিলেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। মূলত সম্মানজনক মাসিক বেতন দিয়ে ৬২ বছর পর্যন্ত কর্ম নিশ্চয়তা, পাঁচ মাসের বকেয়া টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া, প্রতি মাসে সঠিক সময়ে বেতন প্রদান করা, সরকারি কর্মচারীদের নেয় ডিএ,টিএ সহ সরকারি কর্মীদের মতো সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, কাজের নিরাপত্তা ও যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান, পরিচয় পত্র সহ অবসরকালীন সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকার প্রদান ইত্যাদি প্রায় সাত দফা দাবিতে এদিন বংশীহারী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা। এদিন গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা মিছিল করে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের সামনে আসেন এবং সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে কয়েকজনের প্রতিনিধিদল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর কাছে নিজেদের লিখিত দাবী পত্র তুলে ধরেন। অন্যদিকে, ডেপুটেশন কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরের সামনে মোতায়ন ছিল যথাযথ পুলিশ।
এ বিষয়ে বংশীহারী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত বল জানান, 'বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা ডেপুটেশন দিয়েছেন। তাঁদের বেতন না পাওয়ার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁদের বেতনের টাকা যখনই আসে, তখনই তাদের একাউন্টে তা দিয়ে দেওয়া হয়। তাই সেই অর্থ এলেই তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে হু হু করে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুখের প্রাদুর্ভাবও বাড়ছে। বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে রোগীরা ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে। বিশেষ করে গ্রামীণ হাসপাতালগুলির আউটডোরে লম্বা লম্বা লাইন প্রমাণ দিচ্ছে। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে হু হু করে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। আউটডোরে রোগীদের লম্বা লাইন। ভাইরাল ফিভার, সর্দি, কাশি, পক্সের উপসর্গ নিয়ে আউটডোরে ভিড় জমাচ্ছেন রোগীরা। যথেষ্টি চাপ বাড়ছে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে। এরকমই এক হাসাপাতাল কালিয়াচকের সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। আউটডোরে মূলত মহিলাদেরই ভিড় বেশি। বাড়ির পুরুষেরা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে। সেই জায়গায় সংসারের হাল ধরতে হচ্ছে মহিলাদেরই। কালিয়াচকে বরাবরই রোগীদের চাপ বেশি। গরমের শুরুতেই এখন রোজ সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে হাজারের ওপর রোগী। সেই সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, রমজান মাস শুরু হয়েছে। এদিকে পাল্লা দিয়ে তাপমাত্রাও বাড়ছে। ফলে উপবাস থেকে বেশি পরিশ্রম করার ফলে শরীর থেকে লবন-জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই। এই মহুর্তে রোজা করে কাজের চাপ বেশি নেওয়া যাবে না। ঠান্ডা জায়গায় থাকতে হবে। শুক্রবার সকালে আউটোডোরে চিকিৎসা করাতে আসা দীপক সরকার, আজিজুর শেখ, রহিমা খাতুনরা জানান, 'আমরা জ্বর ও শরীর ব্যথা নিয়ে আউটডোরে চিকিৎসা করাতে এসেছি। গরম পড়তেই বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। ঘরে ঘরে জ্বর ও সর্দি। তাই চিকিৎসার জন্য আউটডোরে লাইনে দাঁড়িয়েছি। চিকিৎসদের পরামর্শ মতো ওষুধ চালিয়ে যেতে চাই।' জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানান, 'এই সময় আবহাওয়া পাল্টাচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়ছে। এই সময় বিভিন্ন রকম ভাইরাল ফিভার, পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং জ্বরের নানা উপসর্গ অসুখ বিসুখ হতে পারে। স্বভাবতই আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন রোগীরা ভিড় জমাচ্ছেন আউটডোরে। চিকিৎসকরা রোগী দেখছেন এবং প্রয়োজনে সুস্বাস্থ্য নিয়ে টিপস ও দেন । বিভিন্ন হাসপাতালে আউটডোরে আমাদের চিকিৎসকরাও প্রস্তুত ও রোগী দেখছেন।' সাধারণ মানুষ কে সচেতন থাকতে বলব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং যে সুস্বাস্থ্য বিধি একটু মেনে চললে অনেক অসুখ-বিসুখ এড়ানো সম্ভব।

জলে ডুবে মৃত্যু বধূর

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: জলে ডুবে মৃত্যু হল এক বধুর। মৃতের নাম লক্ষ্মি সিং(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালদি গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।
স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন ওই বধু।দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় পরিবারের

লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে ওই বধুকে পুকুরে ভাসতে দেখেন।তড়িঘড়ি বধুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বধুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মমতার সুস্থতা কামনায় জেলা জুড়ে পূজার্চনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে শুক্রবার বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে দলীয় কর্মীরা পূজার্চনার আয়োজন করেন।সেরূপ তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেওয়া হয় বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে । উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বস্ত্র কুটির শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা , লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ও সুদীপ্ত ঘোষ। এরপরে জেলার বিভিন্ন মন্দির, মাজার শরীফ এবং গির্জাতেও মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনার জন্য যাবেন বলে জানান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।
অনুরূপ জেলার সিউড়ি, বোলপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনায় পূজার্চনার আয়োজন করা হয় বলে খবর পাওয়া যায়।

খলিলুরের হয়ে দেওয়াল লিখন যুব নেতার

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের সমর্থনে নবগ্রামে দেওয়াল লিখন শুরু করলো জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কামাল হোসেন।জানা যায় ৯ নং জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে দেওয়ার লিখন। এমনকি ভোট প্রচার শুরু করে দিয়েছেন প্রার্থী নিজেও। শুক্রবার নবগ্রাম ব্লকে জেলা যুব তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি কামাল হোসেনের উদ্যোগে নবগ্রাম ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেওয়াল লিখন শুরু হল। এদিন কামাল হোসেন জানান শুক্রবার থেকে নবগ্রাম ব্লকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুরু হল দেওয়াল লিখন, আগামী দিনে নবগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে চলবে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে প্রচার প্রসারের কাজ। তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে সর্বোচ্চ দেবে যুব তৃণমূল কংগ্রেস।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই যুবককে গ্রেফতার

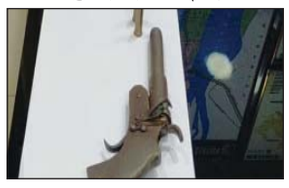

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ফরাক্কা থানার খোসালপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত যুবকদের নাম কেষ্ট সাহা ও দ্বীপচান ঘোষ। উভয়ের বাড়ি ফারাক্কা থানার বাহাদুরপুর পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায়। শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধৃত যুবকদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত করে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

সালাহ: দ্য ম্যান, দ্য মিথ, দ্য লিজেন্ড

আপনজন ডেস্ক: গল্পটি সাদামাটা ঘর থেকে উঠে আসা এক কিশোরের। মিশরের প্রাচীন শহর নাগরিক থেকে ১৫ ঘণ্টা ভ্রমণ করে ৫ বা ৬টি মাইক্রোবাস বদলে ৯০ মাইল পাড়ি দিয়ে রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে যে কিনা ফুটবল অনুশীলন করতে যেত কায়রোতে। ২০১৭-১৮ সালের পর থেকে এটি আর নিছক কোনো ঘটনা হয়ে থাকেনি। মিসরের অলি-গলিতে এই ঘটনাটি ধীরে ধীরে মিথ বা পুরাকাহিনির আকার নিতে শুরু করে। ভিন্ন ভিন্ন কথকের বর্ণনার সঙ্গে বদলে যেতে শুরু করে মাইক্রোবাসের সংখ্যা, ভ্রমণের সময় কিংবা দূরত্বের হিসাবনিকাশও। ঘটনার মাহাত্ম্য বাড়াতে সবাই গল্পের ডালপালা ছড়িয়ে দিতেন। সবার চেষ্টা ছিল এই ঘটনাকে যতটা সম্ভব অতিমানবীয় করে তোলা যায়! অবশ্য এটি তো আর সাধারণ কোনো মানুষের গল্প নয়। তাই গল্পটি কতটা সত্যি বা মিথ্যা, তা জানার আগ্রহও নেই কারও। বরং যে নামকে ঘিরে এই ঘটনা বা গল্পের বিস্তার, সেই নামটিই তাঁদের জন্য সব। পৃথিবীর সুন্দর সব বিশেষণ কিংবা রূপকথাকে তাঁরা পারলে জড়িয়ে দিতে চান সে নামের সঙ্গে। এ নাম যে তাঁদের জন্য সাহস এবং অনুপ্রেরণারও। সেই মানুষটিকে এখন আদর করে কেউ কেউ ডাকেন 'ইজিপশিয়ান কিং'—যেন রূপকথার কোনো এক গল্পের রাজা। শুরুতে অবশ্য তাঁকে 'ইজিপশিয়ান মেসি' বলেও ডাকতেন অনেকে। তবে 'মেসি' নামের ছায়া থেকে বেরিয়ে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন, 'দ্য ম্যান, দ্য মিথ, দ্য লিজেন্ড'। ফলে তাঁর জীবনের ঘটনা যে রূপকথার গল্প হয়ে উঠবে, তা তো বলাই বাহুল্য। ওহ, এত সব গল্পকথার ভিড়ে তাঁর আসল নামটিই তো বলা হয়নি! সেটি অবশ্য এতক্ষণে আন্দাজ করেই ফেলেছেন। সেই কিংবদন্তিটি যে মোহাম্মদ সালাহ—তা বোধহয় না বললেও চলত। প্রশ্ন হচ্ছে, সালাহকে নিয়ে এমন রূপকথার কী প্রয়োজন? মিথের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মিথবিষয়ক বিখ্যাত লেখক জোসেফ ক্যাম্পবেল এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, জীবন কাটাতে চান কাটিয়ে দিন। জীবন সত্যি সুন্দর। আপনার পুরাকাহিনির কোনো প্রয়োজন নেই। একটা বিষয়কে প্রয়োজনীয় বলে প্রচার করা হয়েছে বলেই আপনাকে সে বিষয়ে উৎসাহী হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। আমি মনে করি, একটা বিষয়ে আপনি কোনো না কোনোভাবে যদি জড়িয়ে পড়েন তবে উৎসাহ দেখাবেন।' ঠিক একইভাবে ২০১৭-১৮ মৌসুম থেকে ফুটবল রোমান্টিকদের ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে সালাহ নামের 'মিথ'। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক উৎসাহ। সেই উৎসাহ কেমন, একটি তথ্যে বোঝা যেতে পারে। ২০১৯ সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে, সালাহর কারণে লিভারপুল অঞ্চলে 'ইসলামোফোবিয়া' (ইসলাম ধর্মবালম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যেখানে 'হেট ক্রাইম' (ঘৃণাজনিত অপরাধ) ১৮.৯ শতাংশ কমার কথা বলা হয়। লিভারপুলে নক্ষত্রের মর্যাদা পাওয়া সালাহ নিজ দেশ ও অঞ্চলের মানুষের জন্য হয়ে ওঠেন বিশাল এক অনুপ্রেরণার আধার। নাগরিক অঞ্চলের মানুষদের জন্য আধুনিক মিসরের রূপকথার গল্পের নায়কও তিনি। পাশাপাশি একই সময়ে ফুটবল দুনিয়া মজেছে সালাহর বাঁ পায়ের জাদুতেও। যাঁর পায়ে বল মানে অবিশ্বাস্য কিছুর সম্ভাবনা কিংবা জাদুকরের থলে থেকে বের করা কোনো চমক।

যদিও সালাহর শুরুটা মোটেই এমন মসৃণ ছিল না। ২০১৭-১৮ মৌসুমে ইয়ুর্গেন ক্লপ যখন সালাহকে লিভারপুলে নিয়ে আসেন, অনেকের চোখ তখন কপালে উঠেছিল। কেউ কেউ বাজে সাইনিং বলে তাচ্ছিল্যও করেছিলেন। এসব সমালোচনা মোটেই অযৌক্তিক ছিল না। এর আগে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চেলসিতে ছিলেন সালাহ।

মেসির গোলের পর 'রোনাল্ডো, রোনাল্ডো' স্লোগান, ভিডিও ভাইরাল

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের ফুটবলে মাঝেমধ্যেই একটা বিষয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে—তিনি ড্রিবল করছেন বা গোল করে উদ্‌যাপন করছেন, এমন সময় গ্যালারির প্রতিপক্ষ সমর্থকদের অংশ থেকে ভেসে আসছে 'মেসি, মেসি' স্লোগান।

সৌদি প্রো লিগে আল শাবাবের বিপক্ষে ম্যাচে এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিও করেছিলেন রোনাল্ডো। এর জন্য এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাও পান। সৌদি আরবের দর্শকদের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমিত হতে বেশি সময় লাগেনি। সেখানে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে ন্যাশভিলের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ম্যাচে মেসির উদ্দেশে 'রোনাল্ডো, রোনাল্ডো' স্লোগান দিয়েছেন দর্শক।

কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে ন্যাশভিলের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। সেই ম্যাচে মায়ামির প্রথম গোলটি লুইস সুয়ারেজকে দিয়ে করানোর পর দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। সেই সময় ন্যাশভিলের সমর্থকেরা 'রোনাল্ডো, রোনাল্ডো' বলে চিৎকার করেন। গ্যালারি থেকে করা এক ভিডিও ক্লিপে বিষয়টি স্পষ্টই শোনা গেছে।

মেসির উদ্দেশে দেওয়া 'রোনাল্ডো, রোনাল্ডো' স্লোগানের সেই ভিডিও ভাইরালও হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে মেসি অবশ্য রোনাল্ডোর মতো অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে এর প্রতিক্রিয়া জানাননি। আর্জেন্টাইন তারকা নিজের স্বভাবসুলভ গোল উদ্‌যাপন করেছেন।

৬০ সেকেন্ড পার হলেই জরিমানা, বিশ্বকাপেই স্থায়ী হচ্ছে নতুন আইন

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটে 'স্টপ ক্লক' আইন আপাতত পরীক্ষাধীন। গত বছর নভেম্বরেই আইসিসি জানিয়েছিল, ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে স্টপ ক্লক পদ্ধতি চলবে। এবার জানা গেল, জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিয়মটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি স্থায়ী করা হবে।

সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ জানিয়েছে, ক্রিকেটের সাধারণ প্লেয়িং কন্ডিশনেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই নিয়ম।

সাদা বলের সংস্করণ, অর্থাৎ টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডেতে এই নিয়ম চালু করা হবে। ম্যাচগুলো সময়মতো শেষ করাই নিয়মটির লক্ষ্য। ফিল্ডিং দল প্রতি ওভার শেষে নতুন ওভার শুরুর আগে ৬০ সেকেন্ড সময় পাবে। এই ৬০ সেকেন্ড সময় শেষ হওয়ার আগেই নতুন ওভার শুরু করতে হবে। প্রতিবার এই নিয়ম ভাঙার জন্য আছে পেনাল্টির ব্যবস্থা। মাঠের আম্পায়ার ফিল্ডিং দলকে দুবার সতর্ক করে দেবেন। তৃতীয়বার নিয়ম ভাঙলে ৫ রান পেনাল্টি হবে। তৃতীয়বার থেকে যতবার এই নিয়ম ভাঙা হবে, প্রতিবারই ৫ রান যোগ হবে প্রতিপক্ষের স্কোরবোর্ডে। ইলেকট্রনিক স্ক্রিনে ৬০ সেকেন্ডের টাইমার চালু করবেন তৃতীয় আম্পায়ার। তবে ব্যাটসম্যানের কারণে, ডিআরএস বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে পরবর্তী ওভার শুরু করতে দেরি হলে ফিল্ড আম্পায়ার চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ করবেন।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আইসিসি নিয়মটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে ফল পেয়েছে বলেই এটি এখন স্থায়ী করতে চাচ্ছে। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির প্রতিটি সাদা বলের ম্যাচেই এই নিয়ম কার্যকর করা হবে। দুবাইয়ে চলমান আইসিসির বৈঠকে নিয়মটি অনুমোদন করা হয়েছে।

আজও আইসিসি বোর্ডের বৈঠক আছে দুবাইয়ে। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আইসিসি বৈঠকে এখন পর্যন্ত ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এই টুর্নামেন্টের আয়োজক দেশ পাকিস্তান। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্ক থাকায় ভারত এই টুর্নামেন্ট খেলতে পাকিস্তানে যেতে রাজি হবে না—এটা ধরে নিয়েই সম্ভাব্য জটিলতা নিরসনে বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

ইলেকট্রনিক স্ক্রিনে ৬০ সেকেন্ডের টাইমার চালু করবেন তৃতীয় আম্পায়ার। তবে ব্যাটসম্যানের কারণে, ডিআরএস বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে পরবর্তী ওভার শুরু করতে দেরি হলে ফিল্ড আম্পায়ার চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ করবেন।

গত বছর এশিয়া কাপেও একই জটিলতা তৈরি হয়েছিল। মূল আয়োজক ছিল পাকিস্তান। ভারত সেখানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড মডেল'-এ আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে সহ-আয়োজক হয় শ্রীলঙ্কা, ভারতের ম্যাচগুলো হয় দ্বীপদেশটিতে।

টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে আইসিসিতে পারিশ্রমিক বাড়ানোর তদবির করবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে নতুন উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড।

আইসিসিকে প্রতিষ্ঠানটির চলমান সভায় টেস্ট ম্যাচে পুরুষ ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর আহ্বান জানানোর কথা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি)। আইসিসি সদস্যদেশগুলো নিয়ে দুবাইয়ে গতকাল সভা শুরু হয়েছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুরু হওয়া সেই সভা এখনো চলছে। সেখানেই এই প্রস্তাব দেওয়ার কথা বোর্ডগুলোর।

টি-টোয়েন্টির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় কয়েক বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি দলগুলোর গুরুত্ব কমে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

ক্রিকেটের 'তিন মোড়ল' হিসেবে পরিচিত ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াই টেস্ট বেশি খেলে, সেগুলোর বেশির ভাগই আবার নিজেদের মধ্যে। সাধারণত এ তিন দলের মধ্যকার সিরিজ ৫ ম্যাচের হয়, কিন্তু এর বাইরের সিরিজগুলো ২-৩ ম্যাচে সীমাবদ্ধ। টেস্টের ভবিষ্যৎ শঙ্কামুক্ত করতে ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়ানো একটা সমাধান বলে মনে করছে সিএ ও ইসিবি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড' এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে, বোর্ড দুটির আশা—প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ন্যূনতম ২০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা) ম্যাচ ফি বা পারিশ্রমিক দিলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচ ফি এখন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা পেয়ে থাকেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগগুলোর আকর্ষণ শীর্ষ ও প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে প্রলুব্ধ করে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের এই উদ্যোগ বর্তমান ও পরবর্তী—উভয় প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে টেস্ট ক্রিকেটের আবেদন বাড়াবে বলে আশা বোর্ড দুটির। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী, ভবিষ্যতে ন্যূনতম ম্যাচ ফি বাড়িয়ে ২৭ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা) করা হতে পারে, যা বর্তমানে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা পেয়ে থাকেন। মোড়লে'র বাইরে অন্যদেরও দায়িত্ব নিতে বললেন লারা ম্যাচ ফি-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয় সম্প্রতি শামার জোসেফের পারফরম্যান্সের কারণে। গত জানুয়ারিতে জোসেফের বীরত্বে ব্রিসবেন টেস্ট জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যা ছিল ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্যারিবীয়দের প্রথম টেস্ট জয়। এর কিছুদিন পরই জোসেফকে ৩ কোটি রুপিতে (প্রায় ৪ কোটি টাকায়) দলে ভেড়ায় আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। জোসেফ ও তাঁর মতো আরও অনেকেই যেন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরুতেই টেস্টের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে না ফেলেন, সেটা নিশ্চিত করতেই ম্যাচ ফি বাড়ানোর তদবির করবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। জোসেফকে অবশ্য গত ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এনেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের বেতন ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের তুলনায় অনেক কম। চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের ১ লাখ থেকে দেড় লাখ ইউএস ডলার (১ কোটি ৯ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা) দিয়ে থাকে ক্যারিবীয় বোর্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়েরা ম্যাচ ফি হিসেবে পান ৫ হাজার ডলার (প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার) টাকা। অথচ এক মৌসুম আইপিএল খেলে ১০ লাখ ডলারও (প্রায় ১১ কোটি টাকা) আয় করতে পারেন ক্যারিবীয় ক্রিকেটাররা। অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তির সর্বনিম্ন শ্রেণির খেলোয়াড়েরাও ১ কোটি রুপি (১ কোটি ৩২ লাখ টাকা) বেতন পেয়ে থাকেন। আর সর্বোচ্চ শ্রেণির খেলোয়াড়দের বেতন এর সাত গুণ—৭ কোটি রুপি (৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা)। অস্ট্রেলিয়ার চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররাও বোর্ডের কাছ থেকে বছরে গড়ে ১০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা) পেয়ে থাকেন। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পান দ্বিগুণ—২০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা)। এ ছাড়া ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মার্কেটিং পুল থেকে অতিরিক্ত আরও ১০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা) আয়ের সুযোগ থাকে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের। সম্প্রতি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর 'টেস্ট ক্রিকেট প্রণোদনা প্রকল্প' চালুর ঘোষণা দিয়েছে বিসিসিআই, যাতে ক্রিকেটাররা আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কোনো ক্রিকেটার যদি এক বছরে ভারতের মোট টেস্ট ম্যাচের ৭৫ শতাংশ খেলেন, তাহলে ম্যাচপ্রতি অতিরিক্ত ৫৪ হাজার ইউএস ডলার (প্রায় ৬০ লাখ টাকা) পাবেন। কেউ ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ টেস্ট খেললে পাবেন অতিরিক্ত ৩৬ হাজার ২০০ ডলার (প্রায় ৪০ লাখ টাকা)। ফিট থাকা সবাইকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে সম্প্রতি রোহিত-কোহলিদের 'চরমপত্র'ও দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ।

বোর্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও সম্প্রতি রঞ্জি ট্রফিতে না খেলা ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে আইসিসির সভায় অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড পারিশ্রমিক বাড়ানোর তদবির করলেও বিতর্কের বিষয় হতে পারে—এ টাকা আসবে কীভাবে? বর্তমানে ১২ টি টেস্ট খেলুড়ে দেশ আইসিসির কাছ থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। বেশির ভাগ বোর্ডের সম্প্রচারস্বত্ব থেকে আয় তেমন বেশি নয় বলে আইসিসির এ লভ্যাংশ তাদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। টেস্ট ক্রিকেটের প্রচার ও সুরক্ষায় আরও সক্রিয় হওয়া আইসিসির বিস্তৃত আলোচ্যসূচিরই অংশ। টেস্ট ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করার আলোচনাও চলছে। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির টেস্ট দল পাঠানো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ইউরোপা লিগ: ফাইনালে দেখা হতে পারে ক্লপ-আলোনসোর

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালের ড্র একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছে—ফাইনালে দেখা হতে পারে লিভারপুলের বিদায়ী কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ আর তাঁর বিকল্প হিসেবে যাঁর নাম সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে, সেই জাবি আলোনসো।

নিওনে আজকের ড্রয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ইতালির ক্লাব আতালান্তাকে। আর এটাই চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতায় দুর্দম্যভাবে এগিয়ে যাওয়া লেভারকুসেন পড়েছে ড্রয়ের অন্য অর্ধে। আর তাতেই দুদলের ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

কোয়ার্টার ফাইনালে জাবি আলোনসোর লেভারকুসেনের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড। অন্য দুটি কোয়ার্টার ফাইনালে এসি মিলান খেলবে স্বদেশি ক্লাব এএস রোমার বিপক্ষে আর পর্তুগালের দল বেনফিকার প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের অলিম্পিক মার্শেই।প্রথম সেমিফাইনালে বেনফিকা-মার্শেই ম্যাচের বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে লিভারপুল-আতালান্তা ম্যাচের জয়ী দল।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মিলান-রোমা ম্যাচের জয়ী দল খেলবে লেভারকুসেন-ওয়েস্ট হাম ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে।

শেষ ষোলোতে স্পার্তা প্রাগকে দুই লেগ মিলিয়ে ১১-২ গোলে পেছনে ফেলা লিভারপুল কোয়ার্টার ফাইনালে আতালান্তার বিপক্ষে নিরঙ্কুশ ফেবারিট। আতালান্তা ইতালিয়ান সিরি 'আ'র পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে ষষ্ঠ স্থানে আছে। এর আগে ২০২০-২১ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। আতালান্তার মাঠে লিভারপুল জিতেছিল ৫-০ গোলে আর অ্যানফিল্ডে আতালান্তার জয় ছিল ২-০ গোলে।

রিয়ালের 'কাণ্ডে' ক্ষুব্ধ ভিনিসিয়ুস, দিয়েছিলেন না খেলার হুমকি

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ভিনিসিয়ুস জুনিয়র!

হ্যাঁ, ব্যাপারটা অনেকটা এ রকমই। সাম্প্রতিক এক ঘটনায় নিজ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধেই 'অবস্থান' নিয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস। লা লিগায় ২ মার্চ ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করে রিয়াল। যে ম্যাচে রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করেছিলেন ভিনিসিয়ুস। সেদিন ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচের আগে মাঠের বাইরে আরেকটি 'ম্যাচ'ও খেলতে হয়েছে রিয়াল ও ভিনিসিয়ুসকে। সেটা নিজেদের মধ্যেই। শেষ পর্যন্ত রিয়ালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হোসে অ্যাঞ্জেল সানচেজের হস্তক্ষেপে শেষ হয় উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া ম্যাচটি।

ঘটনার সূত্রপাত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিয়ালের একটি পোস্টকে ঘিরে। ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচের আগে ভিনিসিয়ুসের একটি ছবি পোস্ট করা হয় রিয়ালের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে। ছবিতে দেখা যায়, মাদ্রিদের ব্যাজে চুমু খাচ্ছেন ভিনিসিয়ুস।

কিন্তু ছবিটির নিচের অংশেই ইসরাইলি ডিজে জুটি 'ভিনি ভিসি'-এর একটি স্টিকার জুড়ে দেওয়া হয়। আর এই স্টিকার নিয়েই বেঁধেছে বিপত্তি।

স্টিকারটিতে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে মানুষের বিবর্তন। আর সেটি বানর থেকে মানুষ হয়ে ডিজেতে রূপান্তরিত হয়েছে—'ভিনি ভিসি'-এর স্টিকারে গ্রাফিকসের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে এটাই।

শুরুর আগেই আইপিএল শেষ যাঁদের

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের ১৭তম আসর শুরু হতে বাকি এক সপ্তাহ। তবে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের জন্য শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেছে এবারের আসর। কেউ চোটের কারণে ছিটকে পড়েছেন, কেউবা আবার নিজেই ব্যক্তিগত কারণে সরে গেছেন। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়া এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার লুঙ্গি এনগিডি এই ছিটকে যাওয়াদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন। এর আগে ভারতের দুই পেসার, ইংল্যান্ডের তিন ক্রিকেটারেরও আইপিএল শেষ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে দলগতভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের। দুই দলকেই দুজন করে খেলোয়াড় বদলাতে হয়েছে।

হ্যারি ব্রুক (দিল্লি ক্যাপিটালস)

হ্যারি ব্রুককে নিলাম থেকে ৪ কোটি ইউরোয় কিনেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তবে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যানকে পাচ্ছে না দিল্লি। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি।

মোহাম্মদ শামি (গুজরাট টাইটানস)

প্রসিধ কৃষ্ণা (রাজস্থান রয়্যালস)

মার্ক উড (লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস)

গাস অ্যাটকিনসন (কলকাতা নাইট রাইডার্স)

জেসন রয় (কলকাতা নাইট রাইডার্স)

ডেভন কনওয়ে (চেন্নাই সুপার কিংস)

লুঙ্গি এনগিডি (দিল্লি ক্যাপিটালস)

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**